তীব্র গরমে সৌদি আরবে ৯২২ হজযাত্রীর মৃত্যু

সারে-জমিন

১৩ জুলাই কলকাতায় গণ-আন্দোলনের ডাক

রূপসী বাংলা

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আমেরিকার মিথ্যা বুলি

সম্পাদকীয়

ইন্টারন্যাশানাল এয়ার স্পেস প্রোগ্রামে বাঁকুড়ার যুবক

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২১ জুন, ২০২৪
৮ আষাঢ় ১৪৩১
১৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

বিশ্বকাপের সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুড়িয়ে ইংল্যান্ডের শুরু

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 166 ■ Daily APONZONE ■ 21 June 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিদ্যুতের অপচয়, জমি দখল রুখতে ব্যর্থতা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার নবান্নে সমস্ত পুরনিগমের মেয়র, সমস্ত দফতরের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, জেলাশাসক এবং পুলিশকর্তাদের নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই সশরীরে না এলেও বেশির ভাগই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নেন ওই বৈঠকে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারি দফতরে অযথা বিদ্যুৎ অপচয়ের কথা তুলে ধরেন। নবান্ন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ করে আমলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অফিস খালি থাকলেও বন্ধ রাখা হয় না আলো পাখা এমনকী বাতানুকূল যন্ত্র। তাই বিদ্যুতের খরচ কমাতে অপ্রয়োজনীয় আলো-পাখার ব্যবহার বন্ধ রেখে খরচ কমানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী ২৬ ডিগ্রির উপরে এসি চালানো যাবে না বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের খরচ কমাতে অফিসের ছাদে সৌর বিদ্যুতের প্যানেল লাগানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার কথা বলেন আমলাদের। অযথা বিদ্যুতের অপচয় নিয়ে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনা শুনতে হয় আমলাদের। বিদ্যুৎ দফতরের কাজ নিয়েও যে মুখ্যমন্ত্রী খুশি নন, সেকথা বুঝিয়ে দেন। অন্যদিকে, সরকারি জমি বেহাত হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নগরোন্নয়ন দফতর এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দফতরের প্রতি। ভূমি দফতরের কর্তাদের উপর ক্ষোভপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, কী ভাবে সরকারি জমি বেহাত হয়ে যাচ্ছে? পুলিশ কেন বিষয়টি দেখছে না, সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও মুখ্যমন্ত্রী খানিক তিরস্কার করেন বলেই প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। কলকাতায় ও বিধাননগরেও জমি দখল হয়ে যাওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। এ বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কারক দপ্তরের আধিকারিকদের তুলোধোনা করেন। মমতা সাফ জানিয়ে দেন, জমি বিক্রির সময় কেউ কোনও টাকা চাইলে তা দেবেন না। কারণ, সরকার কোনও দুর্নীতির ভাগিদার হবে না। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরকে ঘুঘুর বাসা বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই ঘুঘুর বাসা ভাঙতে নজরদারি চালানোর জন্য জেলাশাসকদের প্রতি কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূলে বিজেপি-আরএসএসের শিক্ষালয় দখল: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার নিট এবং ইউজিসি-নেট বিপর্যয় নিয়ে তীব্র আক্রমণ শুরু করে বলেছেন, যে প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে পারছেন না। এই মুহূর্তে মোদীর প্রধান অ্যাজেন্ডা হল তাঁর পছন্দের একজন স্পিকার নির্বাচিত করা, নিট বা ইউজিসি-নেট পরীক্ষা নয়, যা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করে। তিনি বলেন যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল কারণ বিজেপি-আরএসএস দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল করা। আর সেই সঙ্গে দেশের সরকারি শীর্ষ পদে "মতাদর্শগত" ভিত্তিতে "মাঝারি" মানের লোকদের নিয়োগ করা। রাহুল বলেন, মোদি এই বিষয়ে "নীরব", কারণ লোকসভার ফলাফলে তিনি "পঙ্গু" হয়ে পড়েছেন। মোদির উদ্বেগ হল সরকারকে যদি ভেঙে দেয়। রাহুলের মতে, মোদরি মতো প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশ চালানো কঠিন। রাহুল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দেশে আমাদের একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন যার পক্ষে কাজ করা খুব কঠিন হবে। প্রধানমন্ত্রী শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। মোদির ব্যক্তিত্ব জানার পরেও তিনি সরকার চালাতে হিমশিম খাবেন, কারণ তার সরকার চালানোর পুরো বোধটাই হল মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা, মানুষকে ভয় দেখানো, মানুষকে কথা না বলতে বাধ্য করা। কিন্তু এখন মানুষ তাকে ভয় পায় না। এ ব্যাপারে বারানসীতে মোদরি গাড়ির বনেটের উপর একটি বস্তু নিক্ষেপিত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে রাহুল বলেন, আমার মনে হয়, বারাণসীতেই কেউ তাঁর গাড়িতে চপ্পল ছুঁড়ে মেরেছিল। মোদির বুকে ছাতির কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, আগে মোদির বুকের মাপ ছিল ৫৬ ইঞ্চি, এখন নম্বর দিতে পারছি না, তবে তা ৩০-৩২ হয়ে গেছে। বারাণসীতে কেউ মোদির গাড়ি লক্ষ্য করে চপ্পল ছুড়ে মারে। তাই আমি বলতে চাই যে এই নির্বাচনে মোদির মৌলিক ধারণাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। একটি খুব শক্তিশালী বিরোধী দল রয়েছে, তাই এটি একটি খুব আকর্ষণীয় সময়। পরীক্ষা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, বলা হয়েছিল যে মোদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ বন্ধ করবেন। তবে কিছু কারণে তিনি "ভারতে প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে পারেননি বা বন্ধ করতে চান না"। তিনি বলেন, দেশের বাকি অংশে 'ব্যাপমের মতো কেরেঙ্কারির প্রসার' ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে 'দেশবিরোধী কার্যকলাপ' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি 'যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, আদর্শের ভিত্তিতে' 'অযোগ্য' উপাচার্য নিয়োগ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢুকে পড়েছে। এটাকে প্রতিহত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের সব তথ্য পোর্টালে তুলে ধরার নির্দেশ হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট এক যুগান্তকারী নির্দেশ দিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু তার নির্দেশে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের অধীনে থাকা সব স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য 'বাংলার শিক্ষা পোর্টাল'-এ আপলোড করতে হবে। এর ফলে শুধু তৃণমূল সরকারের আমলে নয়, বাম আমলেও নিয়োগকৃত শিক্ষক শিক্ষিকাদের তথ্য 'বাংলার শিক্ষা পোর্টাল'-এ তুলে ধরতে হবে। মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পড়ানোর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, স্কুলের শিক্ষক যে যে বিষয় পড়াচ্ছেন, তার যোগ্যতা কী, সেটা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের জানা উচিত। তিনি জানান, তার অভিযোগ এসেছে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা নেই। অথচ তারা স্কুলে নিযুক্ত হয়েছেন। সেই জন্য রাজ্যকে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা কী, তা সরকারের পোর্টালে আপলোড করতে হবে। বাম আমল থেকে শুরু করে সর্বশেষ স্কুল শিক্ষকদের নিয়োগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সংগ্রহ করা যে এই স্বল্প সময়ে কঠিন কাজ তা বিচারপতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন রাজ্য সরকারের তরফের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসুমল্লিক। তাই তিনি এই তথ্য যোগাড়ের জন্য আরও দু মাস সময় চান দু সপ্তাহের পরিবর্তে। এমনকী রাজ্যের আইনজীবী হুগলি, বীরভূম এবং নদিয়া জেলার রিপোর্ট তুলে দেন বিচারপতির হাতে। তবুও বিচারপতি দু মাস সময়ের দাবি খারিজ করে দেন। এ নিয়ে বিচারপতির মন্তব্য করেন, রাজ্য সমস্ত ব্যাপারে এত স্লো কেন? তিনি আরও দ্রুত কাজ করারর পরামর্শ দেন রাজ্য সরকারের প্রতি। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, কোনও রকম নিয়োগপত্র ছাড়াই বহু শিক্ষক চার-পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছেন। আর দেরি করা যাবে না। কারা স্কুলে চাকরি করছে, সেটা সবার জানার দরকার। লোকসভা নির্বাচনের কারণে রাজ্যের স্কুলগুলির পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবিষয়ে রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, নির্বাচনের জন্য কেন যে দেশে আলাদা বিল্ডিং বানানো হচ্ছে না? স্কুলগুলি রাজনৈতিক নেতাদের, মিলিটারিদের! খালি ছাত্রদের নয়। দেশে প্রতি বছর দু-তিনটি করে নির্বাচন হচ্ছে। আর ভুগতে হচ্ছে গরিব ছাত্রছাত্রীদের। সরকার আলাদা করে বাহিনীর লোকজনের থাকার জন্য বিল্ডিং বানাক। যেখানে সব রকম ব্যবস্থা থাকবে। গত তিন-চার মাস ধরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল পাচ্ছে না।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

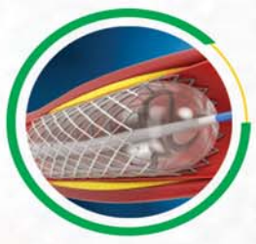

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি মিতুন

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডায়মন্ড

আপনজন: আবারো ডায়মন্ড হারবারে ফিরছেন দাবাং পুলিশ অফিসার মিতুন কুমার দে। ডায়মন্ড হারবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন মিতুন বাবু, কারোর বিপদে একবার ডাকলে ছুটে চলে যেতেন তিনি। আর কিছু দিনের জন্য তাকে চোখের জলে বিদায় জানিয়েছিল ডায়মন্ডহারবার বাঁশি। তবে আবারো ফিরছে ডায়মন্ড হারবার এর প্রত্যেকটি মানুষের কাছের পুলিশ অফিসার মিতুন কুমার দে। এবার তিনি অ্যাডিশনাল এসপি হয়ে আসছেন ডায়মন্ড হারবারে। প্রত্যেকটি ক্রিমিনালের কাছেই তিনি ছিলেন ত্রাস, যখন যেখানে ক্রাইম হয়েছে পৌঁছে গেছেন একাই। তছনছ করেছেন সন্ত্রাসের আতুর ঘর। আবার কখনো বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। আর এইভাবেই ডায়মন্ড হারবারে প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন মিতুন বাবু। আর সেই ভালোবাসার টানে আবারো ডায়মন্ড হারবারে ফিরছেন এডিশনাল এসপি হয়ে মিতুন কুমার দে।

লায়েকবাজারে বার্ষিক ওরস

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় বোলপুর থানার অন্তর্গত লায়েকবাজার খানকায় কাদেরিয়ার পরিচালনায় বাৎসরিক ওরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত সৈয়দ শাহ রৈশিদ আলী আল কাদেরী বাৎসরিক ওরস শরীফ। এই ওরস শরীফে স্থানীয় মানুষজন ছাড়া ও আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে ফায়েজ হাসিল করার জন্য যোগদান করেছিলেন। ধর্ম মত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হালকাহ এ কাদেরিয়া সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ মারশুদ আলী আল কাদেরী, আহ্বায়ক সৈয়দ আলী জউন আল কাদেরী, ডাব্লিউবিসিএস অফিসার জনাব নইমুর রহমান, ওবায়দুল কাদের, প্রধান শিক্ষক গোলাম মহিউদ্দিন, বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্যামল রক্ষিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান শেষে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের জন্য তবরুক বিতরণ করা হয়।।

সুন্দরবনের জলপথে পরিবহণের পরিষেবা বাড়ানোর উদ্যোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: এবার সুন্দরবনের নদীতে রো রো সার্ভিস চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।গোসাবা ও গদখালিতে এই রো রো সার্ভিস খুব শীঘ্রই চালু করবে রাজ্য সরকার। সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের পর এমনটাই দাবি করলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উত্তর ও দক্ষিণ দুই ২৪ পরগণা জুড়েই রো রো সার্ভিস চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার।দক্ষিণে পাথরপ্রতিমা এবং গোসাবায় এই রো রো সার্ভিস চালুর জন্য যেমন জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তেমনই উত্তর ২৪ পরগণার মাঝেরপাড়া থেকে বামনপুকুরেও এই জেটি নির্মাণের কথা ভাবছে রাজ্যের পরিবহন দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকালই যোগাযোগ ব্যাবস্থা উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে এসেছেন।বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে শহরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য জোর দিয়েছেন। তাই বৃহস্পতিবার এই রো রো সার্ভিস চালু করার জন্য গোসাবার বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।এই রো রো সার্ভিস চালু হলে বড় বড় গাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্স সহজেই পৌঁছে যাবে প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোয়। এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী।উল্লেখ্য সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখন্ডের,অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীনে। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট(বিশ্ব সম্পদ)" ঘোষনা করেন। এবং একই বছরে ২৯ মার্চ "ম্যান এন্ড বায়োফিয়ার(জীব পরিমন্ডল)" ঘোষনা হয়। সুন্দরবনের মোট ১০২ টি দ্বীপ,এর মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে জনবসতি এবং ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ বন ও বন্যপ্রাণী। উত্তর ২৪ পরগণার জেলার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। সবথেকে বেশী দ্বীপ রয়েছে পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১৩ টি,গোসাবায় ৯ টি,নাখানায় ৫ টি,সন্দেশখালিতে ৬ টি,হাড়োয়া ব্লকে ৫ টি।
তবে যাতায়াতের সমস্যা ছিল এই ঐতিহ্যের একমাত্র কাঁটা।সেই কাঁটাও এবার দূর করা সম্ভব হবে বলেই আশা করছে রাজ্য সরকার।

জাত চেনাতে আমের গায়ে কিউআর কোড দিচ্ছেন মালদার চাষিরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আমের গায়ে কিউআর কোড। সেখানে স্ক্যান করলেই আম সম্পর্কে সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসবে। মালদার আম কিনা সে তথ্য জানতে পারবেন আপনি। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে। মালদহ জেলা উদ্যান পালন দফতরের পক্ষ থেকে এই বছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদহের লক্ষণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউ আর কোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদহের রতুয়ার দেব নারায়ন ঘোষ নামে এক আমচাষী প্রথম কিউআর কোড ব্যবহারে এগিয়ে এসেছেন।
উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতা এই প্রথম তিনি তিনটি প্রজাতির আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করছেন। দিল্লি আম মেলায় তিনি আম নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বাগানের আম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে জেলার সমস্ত কৃষকদের আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে খুব সহজেই মালদহের আম চিনতে পারবেন সাধারণ ক্রেতারা।

জমি বিবাদের জেরে ডোমকলে খুন এক ব্যক্তি, আহত আরও এক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জমি বিবাদের জেরে প্রতিবেশীর হাতে খুন হলেন এক ব্যক্তি আহত আরো এক ব্যক্তি।ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার সাদিখান দেয়ার অঞ্চলের প্রসন্ননগর এলাকায়। জমির জবরদখলকে কেন্দ্র করে, জমির মালিককে খুন করার অভিযোগ উঠল ওপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মৃত জমির মালিকের নাম আশরাফুল শেখ বয়স (৫৫) আহত হয়েছেন আলামীন সেখ। স্থানীয় সূত্রে জানায় আশরাফুলের জমি জবর দখল কে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী লুকমান সেখের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে কথা কাটাকাটি শুরু থেকে হাতাহাতি তার পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে

এলোপাথাড়ি আঘাত করেন লুকমান সেখ আশরাফুল ও আলামীন কে ঘটনায় স্থানীয়রা আহত বাবা ও ছেলেকে উদ্ধার করে সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে আহতদের অবস্থার অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাঠালে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছালে আশরাফুল সেখ কে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।আহত ব্যক্তি চিকিৎসা রত অবস্থায় রয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্তরা পলাতক বলে সূত্রে খবর,এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার পুলিশ।

১৩ জুলাই কলকাতায় গণ-আন্দোলনের ডাক 'ওবিসি রাইট প্রোটেকশন ফোরামে'র

বৃহস্পতিবার মৌলালির রাজ্য যুব কেন্দ্রে ওবিসি সংক্রান্ত গণকনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন ইসরারুল হক মণ্ডল। পাশে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ।

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সংখ্যালঘু, দলিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত 'ওবিসি রাইট প্রোটেকশন ফোরামে'র পক্ষ থেকে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার।
কলকাতা মৌলালী রাজ্য যুব কেন্দ্রের পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত ওই গনকনভেনশন থেকে একাধিক বিশিষ্টজনেরা আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ওবিসি অধিকার রক্ষায় গনআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, জাতীয় সংগীত এবং নীরবতা পালনের মধ্যে দিয়ে সূচনা হওয়া ওই গনকনভেনশন থেকে কার্যত গণআন্দোলনের রুপরেখা তৈরীর পাশাপাশি বিশিষ্টজনদের মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে একাধিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ওবিসি বাতিলের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ২০১০ পরবর্তী ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান সভায় বক্তব্য রাখার সময় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।
পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দেন, কেউ আবার বলেন শুধু রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের উপর ভরসা করে থাকলে হবে না আমাদেরও একই সঙ্গে আইনি লড়াই লড়তে হবে। কারও মতে শুধুমাত্র আইনি লড়াই সমাধান নয় আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলন সংঘটিত করতে হবে।
কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি সংশ্লিষ্ট রায় প্রসঙ্গে কারও কারও মতে ওবিসি সংশ্লিষ্ট কেসে রাজ্য সরকার সঠিক ভাবে বিচারকের সামনে সঠিক সম্পূর্ণ তথ্যর উপস্থাপন করতে পেরেছে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সবমিলিয়ে এদিন গণকনভেনশন থেকে উঠে এল একাধিক মত এবং পথ। এখন দেখার অধিকার আদায়ে সংখ্যালঘু সমাজ কতটা সাড়া দেন।
প্রসঙ্গত গত ২২ মে কলকাতা উচ্চ আদালতের রায়ে রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত মামলায় রায় দিয়ে বলেছে, ২০১২ সালে তৈরি রাজ্য সরকারের ওবিসি সংশোধনী আইনের বেশ কিছু ধারা অসাংবিধানিক হওয়ায় ঐ আইন বাতিল হবে এবং ২০১০ সালের পর মঞ্জুর হওয়া সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল হবে। নতুন করে কোন সুযোগ সুবিধা পেতে ঐ শংসাপত্র ব্যবহার করা যাবে না। তবে ঐ ধরনের শংসাপত্র নিয়ে যারা চাকুরী পেয়েছেন বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তা বজায় থাকবে। এই রায়ের ফলে ২০১০ পরবর্তী ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ৭৭টি জনগোষ্ঠী বাতিল হয়েছে। ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা। তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের স্বার্থে রায় স্থগিত করা এবং তা পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানিয়ে উচ্চতর আদালতে আবেদন করা এবং গণ আন্দোলন সংঘটিত করার ডাক দিয়েছে 'ওবিসি রাইট প্রোটেকশন ফোরাম'। বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম, আওয়াজ, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন ও প্রোগ্রেসিভ ইমপ্লোয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ইমপাওয়ারমেন্টের কর্মকর্তারা নবগঠিত ফোরামের এর পক্ষ থেকে আগামী ১৩ ই জুলাই কলকাতার রাজপথে গণআন্দোলনেরও ডাক দিয়েছেন। ওবিসি রাইট প্রটেকশন ফোরামের পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবিতে বলা হয়েছে, ১) ওবিসিদের প্রাপ্ত অধিকার রক্ষা করতে রাজ্য সরকারকে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। ২) প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি সহ রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৩) আদালত কর্তৃক উল্লেখিত ভুলগুলি শুধরে নিয়ে রাজ্য সরকারকে সংবিধান সম্মত পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে। ৪) ওবিসি ওয়েলফেয়ার কমিশনকে সক্রিয় করতে হবে। ৫) ওবিসি স্বার্থকে বিবেচনা রেখেই ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করতে এবং স্থগিত থাকা সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে রাজ্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
আয়োজক সংগঠনদের অন্যতম মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে ইসরারুল হক মন্ডল এই খসড়া দাবি পত্র পেশ করেন। যদিও গণকনভেনশনে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরাও একই সুরে সরব হন। 'আওয়াজ'-এর প্রধান অধ্যাপক সেখ সাইদুল হক বলেন, 'সংখ্যালঘুদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা মোটেই কাম্য নয়। ওবিসি রায় কে স্থগিত করতে রাজ্য সরকারকে দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া উচিত। ওবিসি রায়ের কারণে আটকে থাকা সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকারের নজর দেওয়ার দরকার' বলেও মন্তব্য করেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার সৈয়দ নুরুল সালাম সমস্ত সংখ্যালঘু জনজাতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে ওবিসি রায়ের পর্যালোচনা করেন। এসসি কার্যকর হওয়ার সময় কালে ওবিসি কার্যকর হলে মুসলিম জনজাতি এতটা পিছিয়ে থাকতো না বলেও মন্তব্য করেন সৈয়দ নুরুল সালাম। তারপর আবার ওবিসি বাতিলকে বিশেষ চক্রান্ত বলে মনে করছেন তিনি। একাধিক ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ম না মানারও অভিযোগ করেন সালাম সাহেব। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুজ্জামান কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি রাই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান পাশাপাশি দ্রুত এই সমস্যা নিষ্পত্তি করতে রাজ্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করেন। রাজ্যে বাতিল হওয়া প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসিদের আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে বলেন কামরুজ্জামান।
উল্লেখ্য ফোরামের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই রাজ্য সরকারের ওবিসি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সচিব এবং সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. পি. বি. সালিমেরনকাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবিপত্র পেশ করেছে। রাজ্য মাইনরিটি কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেও আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। ওবিসি রাইট প্রটেকশন ফোরামের দাবি 'কিছুতেই সংখ্যালঘু সহ অন্যান্য পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থহানি মেনে নেবে না। তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।' এদিনের গণকন্দেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিস-এর ওমর ফারুক, অধ্যাপক মোকলেসুর রহমান, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ, অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, ফুয়াদ হালিম, মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমি, তৌহিদ খান সহ একাধিক বিশিষ্টজন।

ছেলেধরা গুজব রুখতে বারাসতের পুলিশ সুপারের বিশেষ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সম্প্রতি বারাসত কাজীপাড়ায় ১১ বছরের বালককে শ্বাসরোধ করে খুনের ঘটনার পর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশের হস্তক্ষেপে তখনকার মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু বারাসত জুড়ে গুজব ছড়ানো শুরু হয় ছেলে চুরির। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামলেন খোদ বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া। একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান 'ছেলেধরা নিয়ে গুজব ছড়ানোর কোনও ভিত্তিই নেই। সম্পূর্ণ সন্দেহের বশে এই সব করা হচ্ছে।কিছু উৎসাহী ছেলে সমাজমাধ্যমে মিথ্যে খবর ভাইরাল করছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করছে। এরাই বিষয়টিকে ছড়াচ্ছে। প্যানিক ছড়ানো হচ্ছে।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগার আজিংকাকে সরাসরি মানুষের সঙ্গে

কথা বলতে দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, 'গুজবে বিশ্বাস করবেন না। এটা পুরোপুরি গুজব।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বারাসাত পুলিশ জেলার শাসন থানা কমিটির উদ্যোগে ছেলেধরা বিষয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় থানা পার্শ্বস্থ স্বস্তি ভিলেজে। জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন গুজবে কান দেওয়া এবং ছড়ানো অত্যন্ত নিন্দনীয়। পাশাপাশি শুক্রবার জুমার নামাজে ইমাম মুয়াজ্জিনদের মধ্যে দিয়েও সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা রাখা হবে বলে তিনি জানান। উক্ত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন শাসন থানার আইসি মোহাম্মদ ফিরোজ আলী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মোঃ মনিরুল ইসলাম মনি, মান্নান আলি, আসের আলী মল্লিক, নজিবুর রহমান রাখি মন্ডল, আমিনুল ইসলাম, স্বপন প্রমুখ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মাদ্রাসার শিক্ষকের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলেন বর্ধমানের ঐতিহ্যমন্ডিত সোলাপুকুর মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক হযরত মাওলানা সুরত আলি। (ইন্না ল্লিাহি...)। জানা গেছে বর্ধমানের ছোলা পুকুর মাদ্রাসা থেকে বাইক নিয়ে মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রামের কুলুট গ্রামে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন ৫৫ বছরের সুরত বাবু। সেই সময় বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের খেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ুই এলাকায় আজ বেলা ১০:৩০ থেকে ১১

নাগাদ একটি ট্রাক্টর সুরত বাবুর বাইকে ধাক্কা মারে। তখন স্থানীয় মানুষ সুরত বাবুকে উদ্ধার করে স্থানীয় কুড়মুন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বর্ধমান মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় সুরত বাবুর।
দীর্ঘদিন ধরে শোলাপুকুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন তিনি। এবং মানুষ হিসাবে এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সুরত বাবুর মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে সোলাপুকুর মাদ্রাসা সহ তার গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের মধ্যে। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী এক পুত্র এক কন্যাকে।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে রায়দিঘির মানসিক প্রতিবন্ধী যুবক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: দীর্ঘ ১৫ বছর পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক সুন্দরবনের রায়দীঘিতে।রায়দীঘির শ্রীফলতলা গ্রামের যুবক ইব্রাহিম মোল্লা এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলো।
বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎই অসুস্থতার কারণে করুণ অবস্থার শিকার এই যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের রায়দিঘির শ্রীফলতলা গ্রামের বাসিন্দা এই যুবক। জানা গিয়েছে, এই যুবকের নাম ইব্রাহিম মোল্লা। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেছেন এলাকার মানুষ।৩৬ বছরের ইব্রাহিম মোল্লা রায়দীঘি এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা করে ভালোমতোই তিনি জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু হঠাৎই দেখা যায় অসুস্থতা।আচমকাই মানসিক অসুস্থতার শিকার হন তিনি।বর্তমানে তিনি রীতিমতো রাস্তায় ঘুরে বেরাচ্ছেন পায়ে বাঁধা রয়েছে শিকল। আর সেই শিকলবন্দি অবস্থাতেই রাস্তাঘাটে ঘুরছেন তিনি। কয়েকদিন নয়, প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি এভাবেই শিকলবন্দি হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। বিনা চিকিৎসাতেই এভাবে পড়ে রয়েছেন তিনি।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন,এই যুবক ব্যবসা কর ছিলেন,ভালো ছেলে কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় পায়ে শিকল বাঁধা তাঁর। তাঁর ভাই বা মা কেউই ঠিকমতো চিকিৎসাও করাতে পারছেন না বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেল। কখনো খেতে পাচ্ছেন ওই যুবক আবার কখনো না খেয়েই দিন চলে যায় তাঁর। এ ভাবেই ইব্রাহিম মোল্লা প্রায় ১৫ বছর ধরে এরকম পায়ে শিকল বেঁধে গ্রামে ঘুরে বেরাচ্ছেন।তাঁর পরিবার ও গ্রামের মানুষেরা চান সরকারি তৎপরতায় ওর ভালো চিকিৎসার মাধ্যমে ওকে দ্রুত সুস্থ করে শিকল মুক্ত করা হোক ওর আগামী জীবন ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডাকাতি করার আগেই ধৃত চার ডাকাত

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মামুদপুর ফিল্ড এলাকায় তল্লাশি চালায় হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ কুমার রায় সহ তার টিম, ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে হরিহরপাড়ার মামুদপুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালালে ওই এলাকায় একটি জায়গায় সাত থেকে আটজনের একটি ডাকাতের দল জড়ো হয়েছিল সেখান থেকে চারজনকে গ্রেফতার করলে বাকিরা পুলিশ গাড়ি দেখে পালিয়ে যায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় রড, লাঠি, শাবল ধারালো অস্ত্র। জানা যায় তারা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হয়।

ইডির তল্লাশি হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: দিল্লির একটি প্রতারণা মামলায় ইডি'র তল্লাশি অভিযান এবার হাওড়ায়। হাওড়ার সালকিয়ার শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের বাসিন্দা মনোজ দুবের বাড়িতে সকালে আসেন ইডি আধিকারিকরা। দীর্ঘ ৬ ঘন্টা ধরে টানা তল্লাশির পর অবশেষে ইডি আধিকারিকরা বেরিয়ে গেলেন হাওড়ার সালকিয়া এবং লিলুয়া থেকে। সালকিয়ার ব্যবসায়ী মনোজ দুবের পরিবারের লোকজন ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি।

প্রথম নজর

সু চির জন্মদিন উদ্‌যাপন করায় মায়ানমারে গ্রেফতার ২২

আপনজন ডেস্ক: খোঁপায় ফুল গোঁজাতে ভালোবাসেন মায়ানমারের ক্ষমতাচ্যুত গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চি। বরাবর এই সাজেই দেখা গেছে তাকে। বুধবার (১৯ জুন) ছিল সু চির জন্মদিন। তার জন্মদিনে সেদিন চুলে ফুল পরে ছবি পোস্ট করায় দেশটির দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী মান্দালে থেকে পুলিশ ২২ জনকে গ্রেফতার করেছে। মায়ানমারের স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলের ওই নগরীতে চুলে ফুল পরা অথবা জনসমাগমস্থলে প্রার্থনা করার কারণে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জান্তাপন্থী হিসেবে পরিচিত একটি টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে ওই ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। যদিও সংবাদমাধ্যম বিবিসি স্বাধীনভাবে ওই পোস্টের সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

২০২১ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারিতে সু চির নেতৃত্বাধীন দলের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। এর পর থেকেই নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী এ নেত্রীকে গৃহবন্দি করেছে জান্তা সরকার। ৭৮ বছর বয়সী সু চি শারীরিক নানা জটিলতায় এখন অনেকটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং মানবাধিকার সংগঠন থেকে জান্তা সরকারের কাছে সু চিকে ছেড়ে দেওয়ায় আহ্বান জানানো হলেও জান্তা সে আহ্বানে এখন পর্যন্ত সাড়া দেয়নি। সু চিকে তার পরিবার বা অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর শুধু গত বছরের জুলাইয়ে থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সু চির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

‘ইসরায়েল পরাজয় স্বীকার করেছে’, বললেন হামাস নেতা

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) মুখপাত্র ড্যানিয়েল হ্যাগারি গতকাল এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়।

তার এমন সাক্ষাৎকারের পর হামাসের জ্যেষ্ঠ নেতা গাজী হামাদ দাবি করেছেন, ইসরায়েল মূলত এরমাধ্যমে পরাজয় স্বীকার করেছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে হামাসের এ নেতা বলেছেন, “হ্যাগারির সাক্ষাৎকার একটি সোজাসাপ্টা স্বীকারোক্তি। ৯ মাসের যুদ্ধের পর এটি পরিষ্কার– হামাসকে নির্মূল করা যাবে না। এমনকি যদি তারা একশ গুণ বেশি অস্ত্রও ব্যবহার করে।”

তিনি আরও বলেছেন, “এরমাধ্যমে ইতিহাস পরিবর্তিত হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোঝাতে সক্ষম হবে হামাসের সংগ্রাম রাজনৈতিক অঙ্গনে থাকবে এবং সামাজিক এবং প্রতিরোধ অঙ্গনে স্থায়ীভাবে থেকে যাবে।”

হামাসের এই নেতা আরও বলেছেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্রের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে ইসরায়েলিদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে এবং তারা নেতানিয়াহুকে বলছে যুদ্ধ বন্ধ করো।

এদিকে হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করা যাবে না এমন কথা বলে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১৩–কে প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র বলেন, “হামাসকে ধ্বংস করার চেষ্টা, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা– শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া। হামাস হলো একটি ধারণা, হামাস একটি দল। এটি মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে– যারা মনে করে আমরা হামাসকে নির্মূল করতে পারব তারা ভুল।”

হ্যাগারির এমন বক্তব্যের পর দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, চলমান যুদ্ধে তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো হামাসকে নির্মূল করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিরক্ষা বাহিনী অবশ্যই বদ্ধপরিকর।

তীব্র গরমে সৌদি আরবে ৯২২ হজযাত্রীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর সৌদি আরবের মক্কায় হজ চলাকালে তীব্র গরমে অন্তত ৯২২ জন হজ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছে আরো অনেকে।

সৌদির সরকারি প্রশাসন, মক্কার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং সৌদির বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের তথ্য সহায়তার ভিত্তিতে মৃত হজযাত্রীদের একটি সংখ্যাগত টালি করেছে সংবাদমাধ্যম এএফপি।

সৌদি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর ১৮ লাখ মানুষ হজে অংশ নিয়েছে। যার মধ্যে ১৬ লাখই বিদেশি নাগরিক।

সৌদির আবহওয়া দফতরের তথ্যানুযায়ী, গত এক সপ্তাহ ধরে মক্কার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। সোমবার মক্কার তাপমাত্রা ছিল ৫১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মৃতদের অধিকাংশই মিসরের নাগরিক। মক্কার প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে, হজের শুরু থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৬০০ মিসরীয় হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশগুলোর মধ্যে একটি হজ। প্রতি বছর সৌদি আরবে হজ পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লাখ লাখ মানুষ জড়ো হন। এ বছর হজ মৌসুমে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ১৮ লাখের বেশি হজযাত্রী পবিত্র হজ পালন করেছেন। গত বছর হজ মৌসুমে বিভিন্ন দেশের ২৪০ জন মারা যান। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের’ তালিকাভুক্ত করেছে কানাডা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের ইসালামী রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করেছে কানাডা। বুধবার কানাডার পাবলিক সেফটি মন্ত্রী ডোমিনিক লেব্ল্যান্স এই ঘোষণা দেন।

কানাডা জানিয়েছে, এটা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বড় বার্তা। কানাডা আইআরজিসিকে ঠেকাতে সব ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে।

জানা গেছে, ইরানে অবস্থানরত কানাডার নাগরিকদের সরে যেতে বলেছে দেশটির সরকার। অতি প্রয়োজনে কেউ অবস্থান করলেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

এর ফলে ইরানি বিপ্লবী গার্ডের হাজার হাজার সদস্য ও ইরানের অনেক জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা কানাডায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়বেন। এই বাহিনীতে ১ লাখ ৯০ হাজার সক্রিয় সদস্য রয়েছেন। এরাই ইরানের কৌশলগত অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বাহিনীটি বিমান, স্থল ও নৌসেনাদের সমন্বয়ে গঠিত। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিজেই ইরানি বিপ্লবী গার্ডকে সরাসরি তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

কানাডার দাবি , হামাস ও হিজবুল্লাহর সঙ্গে আইআরজিসির সম্পর্ক রয়েছে। গোষ্ঠীটি ইরানেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত।

প্রসঙ্গত, কুদস ফোর্স নামে আইআরজিসির একটি শাখা আছে। এই শাখার মাধ্যমে দেশের বাইরে অভিযানসহ তৎপরতা চালায় ইরান। কুদস ফোর্সকে আগেই ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের’ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে কানাডা। তবে গত বুধবার তারা পুরো আইআরজিসিকেই ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের’ তালিকাভুক্ত করল।

উল্লেখ্য, কানাডার আগে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র আইআরজিসিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

ফিলিপাইনের সেনাদের উপর ছুরি-কুড়ুল দিয়ে আক্রমণ করেছে চিনের সেনারা

আপনজন ডেস্ক: চীনের কোস্ট গার্ডের নাবিকরা ফিলিপাইনের নিরস্ত্র সেনাদের ওপর ছুরি ও কুড়াল নিয়ে আক্রমণ করেছে। দক্ষিণ চীনের একটি কৌশলগত প্রবালপ্রাচীরের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ম্যানিলা বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে তাতে এই ঘটনা ঘটেছে। এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, সোমবার এই ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ চীন সাগরের কৌশলগত অংশবিশেষের মালিকানা নিয়ে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে সংঘর্ষের এটি সর্বশেষ ঘটনা। চীন সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগর নিজেদের বলে দাবি

করে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, কুড়াল হাতে চীনের সৈনিকরা ফিলিপাইনের সেনাদের হুমকি দিচ্ছেন। ভিডিওতে কয়েকজনকে সংঘর্ষে লিপ্তও দেখা যায়। অন্য আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, চীনের সেনারা ফিলিপাইনের সেনাদের নৌকায় আঘাত করছেন। আরেকজন সেনাকে নৌযানে ছুরিকাঘাত করতে দেখা যায়। ভিডিওতে ফিলিপাইনের সেনাদের কাছে কোনো অস্ত্র দেখা যায়নি।

চীন তাদের সেনাদের কাছে অস্ত্র থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছে, তাদের সেনারা পেশাদার আচরণ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, দক্ষিণ চীন সাগরের যে কোনও জায়গায় ফিলিপাইনের পাবলিক জাহাজ, বিমান, সশস্ত্র বাহিনী এবং কোস্টগার্ডের বিরুদ্ধে ‘সশস্ত্র আক্রমণ’ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

হামাসকে পরাজিত করা সম্ভব নয়: ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূল করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল হাগারি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১৩কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটি বলেন। যদিও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সাম্প্রতিক আগ্রাসনের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল, হামাসকে হারানো। কিন্তু টানা আট মাস ধরে অভিযান চালিয়ে ৩৭ হাজারের বেশি নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যার পর এখন তারা বলছে, স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটিকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। ইসরায়েলি সম্প্রচারমাধ্যম চ্যানেল ১৩’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেছেন, আমরা হামাসকে নির্মূল করতে যাচ্ছি, এটি হলো মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা দিতে না পারলে হামাস শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। ড্যানিয়েল হাগারি আরো বলেছেন, হামাস একটি আদর্শ। আর আমরা কোনো আদর্শকে নির্মূল করতে পারি না। উচ্চপদস্থ একজন সেনা কর্মকর্তার এমন মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে ইসরায়েলে। এরই মধ্যে তার ওই মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়। নেতানিয়াহু বারবার বলে এসেছেন, হামাস পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের গাজা আক্রমণ শেষ হবে না। তার কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে হামাসের সামরিক ও সরকারি সক্ষমতা ধ্বংস করাকে নির্ধারণ করেছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী অবশ্যই এর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের আচমকা হামলার পর গাজায় অভূতপূর্ব আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। এই অভিযানে তারা হামাসের প্রতিপত্তি নির্মূলে ব্যর্থ হলেও ডেকে এনেছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। গত আট মাসে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩৭ হাজার ৩৯৬ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। আহত হয়েছেন আরও ৮৫ হাজারের বেশি মানুষ।

দ. আফ্রিকায় বর্ণবাদী ভিডিওর জন্য আইনপ্রণেতা বহিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে একটি ভিডিওতে বর্ণবাদী শব্দ ব্যবহার করায় এক আইনপ্রণেতাকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুরোনো কয়েকটি ভিডিওতে বর্ণবাদী শব্দ ব্যবহার করায় বৃহস্পতিবার (২০ জুন) তাকে বহিষ্কার করেছে দেশটির ক্ষমতাসীন জোট সরকারের শরিক দ্য ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (ডিএ)। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

ডিএ বলেছে, সংসদ সদস্য রেনাল্ডো গৌসকে শাস্তিমূলক অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ ভিডিওতে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। ভিডিওটি আসল, ভুয়া নয়। এমন কি গৌসের ভিডিওতে কৃষ্ণাঙ্গদের হত্যার আহ্বান জানাতেও শোনা গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার পর্যবেক্ষক বৃহস্পতিবার বলেছে, ঘৃণাত্মক বক্তব্যের জন্য গৌসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার কমিশন (এসএএইচআরসি) বলেছে, পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে তার অভিযুক্ত কর্মগুলো আরও বেশি দায় বহন করে। গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি)। নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পায় দলটি। ডিএ পায় ২২ শতাংশ ভোট। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় জোট সরকার গড়ার বিকল্প ছিল না এএনসির নেতা প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার। রাজনৈতিক অচলাবস্থার মুখে ডিএসহ বিরোধীদের সঙ্গে নিয়েই জাতীয় ঐক্যের সরকার গড়ার ডাক দেন তিনি। গত শুক্রবার পার্লামেন্টে ভোটাভুটিতে দ্বিতীয় মেয়াদে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হন রামাফোসা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উত্তর কোরিয়া সফর শেষে ভিয়েতনামে পুতিন

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া সফর শেষে ভিয়েতনাম গেলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দুদিনের সফরে বৃহস্পতিবার ভোরে হ্যানয়ে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরে ভিয়েতনামের উপপ্রধানমন্ত্রী চান হোং হা এবং দেশটির ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ কূটনীতিক লে হাই চুং পুতিনকে স্বাগত জানান ও লালা গালিচা সম্বর্ধনা দেন।

সফর উপলক্ষ্যে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র নান জানে লেখা এক নিবন্ধে পুতিন ইউক্রেইনের ‘সঙ্কট সমাধানে একটি বাস্তবসম্মত পথকে’ সমর্থন করায় হ্যানয়ের প্রশংসা করেন। ইউক্রেইন যুদ্ধের বিষয়ে ভিয়েতনামের ‘ভারসাম্যপূর্ণ’ অবস্থানের প্রশংসা করার পাশাপাশি পুতিন নিজের লেখায় দুই দেশের মধ্যে আর্থিক, জ্বালানি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, বিশ্ব শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম একটি নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে যাকে তারা ‘বাঁশের কূটনীতি’ বলে অভিহিত করে। ইউক্রেইনে রাশিয়ার আক্রমণের নিন্দা করেনি ভিয়েতনাম; পশ্চিমা দেশগুলো হ্যানয়ের এ অবস্থানকে ‘ক্রেমলিন ঘনিষ্ঠ’ হিসেবে বিবেচনা করে। উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়া, উভয়েই আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুখে থাকলেও ভিয়েতনাম সতর্কতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি মিত্রতা গড়ে তুলেছে।

পুতিন মে মাসে পঞ্চম মেয়াদের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে চীন ও উত্তর কোরিয়া সফরের পর তৃতীয় দেশ হিসেবে ভিয়েতনামে গেলেন। ২০১৭ সালের পর থেকে প্রথমবারের মতো দেশটিতে সফরে গেলেও এ নিয়ে মোট পাঁচবার ভিয়েতনামে গেলেন পুতিন। দেশটি পুতিনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছে।

এ সফরে পুতিন দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেয়ন ফু চং, প্রেসিডেন্ট তো লাম ও প্রধানমন্ত্রী ফাম মিং চিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হো চি মিনের সমাধিও পরিদর্শন করবেন। অতীত কমিউনিস্ট শাসনের সময় থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে ভিয়েতনামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। শীতল যুদ্ধের সময় ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির হাজার হাজার কর্মী সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়তে যেতো, দেশটির কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান প্রধান নেয়ন ফু চং ও তাদের মধ্যে ছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৮ মি.

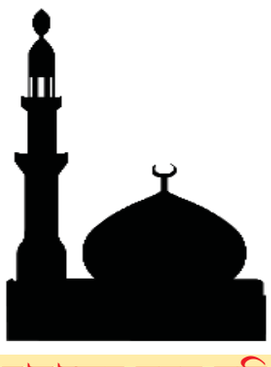

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫২
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.২৮	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

ইমরান খানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা অপহৃত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা গোলাম সাব্বিরকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে।

পাকিস্তানি সংবাদপত্র এক্সপ্রেস ট্রিবিউন এক প্রতিবেদন জানায়, দুই দিন আগে গভীর রাতে লাহোরের খায়াবান-ই-আমিনের বাড়ি থেকে ইসলামাবাদ যাচ্ছিলেন সাব্বির। পথে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা তাকে অপহরণ করে। এতে আরো বলা হয়েছে, গোলাম সাব্বির পিটিআই নেতা শাহবাজ গিলের বড় ভাই।

মায়ানমার সেনা ও আরাকান আর্মিকে জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: রোহিঙ্গাদের গণহত্যা ও জোরপূর্বক বিতাড়িত করার অভিযোগে মায়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মিকে জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন বার্মিজ রোহিঙ্গা সংস্থা ইউকে’র সভাপতি তুন খিন। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৫৬তম অধিবেশনে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ আহ্বান জানান।

তুন খিন বলেন, গত মাসে আরাকান আর্মি অধিকৃত এলাকা থেকে দুই লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করা হয়েছে। এছাড়া চলতি বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত এক হাজার পাঁচশ রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে। আরাকান আর্মি ও মায়ানমার সেনাবাহিনী উভয় পক্ষই রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। তাই আরাকান আর্মি ও মায়ানমার সেনাবাহিনীকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার আহ্বান জানান তুন খিন। অন্যথায় ভবিষতে রোহিঙ্গাদের কোথাও স্থান হবে না বলে মন্তব্য করেন এ রোহিঙ্গা নেতা। রাখাইন রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা বর্তমানে আরাকান আর্মির দখলে উল্লেখ করে তুন খিন বলেন, আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের ভবিষৎ মায়ানমারের অংশ মনে করে না।

রাফায় ১০ ফিলিস্তিনি নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যা করেছে ইসরাইলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ গাজার রাফা শহরে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর গুলিতে বাণিজ্যিক ট্রাকের কমপক্ষে ১০ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হয়েছে। ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা ও চিকিৎসা বিভাগ জানিয়েছে, রাফাহ শহরের পূর্বে বুধবার বাণিজ্যিক পণ্যের নিরাপত্তা প্রদানকারী একদল নিরাপত্তাকর্মীকে লক্ষ্য করে বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করে ইসরাইলি বাহিনী। গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, এ ঘটনায় নিহত ও আহতদের সবাইকে ইউরোপিয়ান গাজা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে ইসরাইলের পক্ষ থেকে এখনো এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এর আগে, সোমবার রাতেও বাণিজ্যিক পণ্যের নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে ইসরাইলি বিমান হামলায় কমপক্ষে নয়জন নিহত হয়। ফিলিস্তিনের নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, শর্ত সাপেক্ষে পশ্চিম তীর থেকে দক্ষিণের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবরুদ্ধ অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্যিক পণ্য প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ। তারপরও এসব কর্মকাণ্ড চলাকালে হামলা চালাচ্ছে ইসরাইল। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরাইলে ঢুকে হামাসের হামলায় দেশটির কমপক্ষে এক হাজার ২০০ বেসামরিক নাগরিককে নিহত হয়।

আটলান্টিক উপকূল থেকে ৯১ অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে মরক্কো

আপনজন ডেস্ক: আটলান্টিক মহাসাগর উপকূল থেকে সাব-সাহারান দেশগুলোর ৯১ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে মরক্কোর নৌ-বাহিনী। বুধবার দেশটির রয়্যাল আর্মড ফোর্সের এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দাখলার ১৮৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অভিযান চলাকালে একটি অভিবাসীবাহী নৌকা আটক করে মরক্কোর নৌ-বাহিনীর একটি ইউনিট। নৌকাটি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল থেকে স্পেনের ক্যানারি আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর দেশটির যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অবৈধভাবে ইউরোপে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিম আফ্রিকার অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে একটি ট্রানজিট হাব হয়ে উঠেছে মরক্কো।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬৬ সংখ্যা, ৮ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

জলবায়ু সংকট

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর হিসাবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাঁকজমকপূর্ণ শহর দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিলাসবহুল এই শহরটি নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। দুবাইয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় যেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা সাধারণত দেড় বছরের বৃষ্টিপাতের সমান। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দুবাইয়ের রাস্তার গাড়ি, বিমানবন্দরের বিমান বানের পানিতে ভাসিতেছিল। মরুভূমির শহরে হঠাত্ এত বৃষ্টি শুধু দুবাইয়ের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয় নাই, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হইয়াছিল, আটকাইয়া গিয়াছিল হাজার হাজার পর্যটক। দুবাইয়ের এই সমস্যা শুধু নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতই নহে, মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়াছিল বহুগুণে, কারণ মরুর শহর দুবাই বালুঝড়ের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু দুবাই নহে, প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখিতে শুরু করিয়াছে সারা বিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রকৃতির এমন খামখেয়ালি আচরণ মোকাবিলা করিবার জন্য আমরা নিজেদের কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি? তাহার চাইতেও বড় কথা, আমরা কি জানি কখন কী রকম অভাবনীয় দুর্যোগময় আচরণ করিবে প্রকৃতি?

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) যাত্রার মাধ্যমে। ইহার পর অগণিত বৈঠক হইয়াছে, স্বাক্ষরিত হইয়াছে বিভিন্ন চুক্তিপত্র। গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমনে লিমিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের ধরিত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বৈরী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতার মুখ দেখিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এই মুহূর্তে আমাদের কর্মফলের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতা শক্তিশালী করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করিতে বিশ্বের ধনী দেশগুলি ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যদিও, প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল আজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বিশ্বকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে একে-অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা শোভন নহে। ব্লেইম-গেম কখনো সমাধান দেয় না। বরং যাহার যাহার অবস্থান হইতে সক্ষমতা অনুযায়ী এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইবে।

গত সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার বক্তৃতায় উন্নত দেশগুলিকে যুদ্ধের পিছনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য জলবায়ু তহবিলে জমা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। যে কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রাণিকুল ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধ নহে, বরং আমাদের ধরিত্রী সংরক্ষণে ব্যয় করা শ্রেয়–এই কথা ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। বিশ্বের সকল সচেতন মহলের ধারণা–ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করোনা মহামারির চাইতে জলবায়ু পরিবর্তন আরো ভয়ংকর প্রভাব ফেলিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নাই। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। ইহার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করিতে বিশ্বের সকল দেশকে একসঙ্গে কাজ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা হইলেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলি ইহার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করিতেছে সবচাইতে বেশি। তাই জলবায়ু সংকট দূরীকরণে দরিদ্র দেশগুলির উন্নত বিশ্বের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুবাই আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে, অকস্মাত্ ও অচিন্তনীয় দুর্যোগ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যখন-তখন ঘটিতে পারে। দুবাইয়ের ঘটনা হইতে আমাদেরও শিক্ষা লইতে হইবে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আমেরিকার মিথ্যা বুলি

গত বুধবার দোহায় সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনি ব্লিঙ্কেন দেশটির প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেখানে তিনি সততার পরিচয় দেননি। নিজের বক্তব্য পর্ব ও প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্লিঙ্কেন বেশ কিছু কথা বলেছেন, যেগুলো পরিষ্কারভাবে মিথ্যা ও গভীরভাবে বিভ্রান্তিকর। লিখেছেন **মোহাম্মদ এলমাসরি...**

গত বুধবার দোহায় সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্টনি ব্লিঙ্কেন দেশটির প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেখানে তিনি সততার পরিচয় দেননি। নিজের বক্তব্য পর্ব ও প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্লিঙ্কেন বেশ কিছু কথা বলেছেন, যেগুলো পরিষ্কারভাবে মিথ্যা ও গভীরভাবে বিভ্রান্তিকর।

প্রথমত, ব্লিঙ্কেন জোর দিয়ে বলেছেন, ৩১ মে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে তিন পর্যায়ের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষণা দিয়েছেন, সেটা একটা 'ইসরায়েলি প্রস্তাব' এবং ইসরায়েল তাতে পুরোপুরি সমর্থন দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্লিঙ্কেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র কি প্রস্তাবিত চুক্তিটি মেনে নেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে চাপ দেবে? উত্তরে ব্লিঙ্কেন বলেছেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসরায়েল এর মধ্যেই সেটা গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু ব্লিঙ্কেন সত্য বলেননি।

প্রকৃতপক্ষে বাইডেনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দেওয়ার কারণ হলো, আগস্টে তিনি ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন করতে চাইছেন। এর আগে তিনি তাঁর বিপর্যয়কর গাজা নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে মরিয়া। বাইডেন দাবি করেছেন, এটি 'ইসরায়েলি প্রস্তাব', কিন্তু সেটা সত্য নয়। কারণ হলো, বাইডেন তাঁর প্রস্তাব দেওয়ার পর দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে কেউ চুক্তির ব্যাপারে কথা বলতে এগিয়ে আসেননি।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বরং চুক্তির বিরোধিতা করেছেন। দুই সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্পষ্টভাবে বাইডেনের খসড়া প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন।

যাহোক, ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের জন্য হামাসকে দোষারোপ করা গাজায় গণহত্যার দোষারোপ থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার আরেকটি মার্কিন প্রচেষ্টা। এ প্রেক্ষাপটে বাইডেন যে মিথ্যা বলবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এ ছাড়া নেতানিয়াহু ও ইসরায়েল সরকারের অন্য সদস্যারা আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন। সেটা হলো, তাঁরা গাজা যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে চান। সম্প্রতি জাতিসংঘে ইসরায়েলি প্রতিনিধি রুট শাপির বেন-নাফতালি তাঁর দেশের অবস্থান আরও স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ নিয়ে ইসরায়েলের উদ্দেশ্যে 'কোনো পরিবর্তন ঘটেনি', 'ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, যতক্ষণ হামাসের সামরিক ও সরকার পরিচালনার সক্ষমতা চূর্ণ না হয়'। বেন-নাফতালি আরও বলেন, একটা স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইসরায়েল অর্থহীন ও অন্তহীন আলোচনায় জড়াতে রাজি নয়।

ইসরায়েলের সাবেক শীর্ষ কূটনীতিক আলন লিয়েলের বক্তব্যেও ইসরায়েলি অবস্থান পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, মার্কিনদের দেওয়া কোনো প্রস্তাব অবশ্যই গ্রহণ করবে না ইসরায়েল। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েল বলে আসছে, তারা 'পুরোপুরি বিজয়' চায়। ইসরায়েল বলছে, তাদের 'পুরোপুরি বিজয়' মানে হচ্ছে হামাসকে নির্মূল করা। কিন্তু আরও বাস্তব অর্থে এর অর্থ হচ্ছে গাজাকে পুরোপুরি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া এবং ফিলিস্তিনিদের জোর করে মিসরে কিংবা জর্ডানে পাঠিয়ে দেওয়া। এ প্রেক্ষাপটে কোনোভাবেই বাইডেনের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতি সম্মান দেখানোর কোনো কারণ নেই ইসরায়েলের।

কারণ, চুক্তির দ্বিতীয় ধাপে লড়াই স্থায়ীভাবে বন্ধের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বাইডেনের প্রস্তাবে প্রথম পর্যায় শেষে ইসরায়েলকে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

বাইডেনের প্রস্তাবের শর্তে আছে, ইসরায়েল যদি প্রথম পর্যায় শেষ করে পরের পর্যায়ে যেতে রাজি হয়, তবেই চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হতে পারে। ইসরায়েল যদি দ্বিতীয় পর্যায়ে যেতে রাজি না হয়, তাহলে যুদ্ধবিরতির বিষয়টা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।

ব্লিঙ্কেন দ্বিতীয় মিথ্যাচার করেছেন হামাস ও প্রস্তাবে তাঁদের অবস্থান-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে। সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন দাবি করেন, বাইডেনের প্রস্তাবটি ৬ মে হামাসের দেওয়া প্রস্তাবের সঙ্গে 'কার্যত অভিন্ন'। সংবাদ সম্মেলনে ব্লিঙ্কেন নানাভাবে হামাসকে দোষারোপ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, হামাস আন্তরিক নয়, আগে যেসব শর্ত মেনে নিয়েছিল, সেগুলোসহ ক্রমাগত শর্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করছে হামাস। কিন্তু এর সবকিছুই অসত্য।

প্রথমত, হামাসের ৬ মের প্রস্তাবটি বাইডেনের প্রস্তাব থেকে অনেকটাই ভিন্ন। সেখানে ইসরায়েলকে খেয়ালখুশিমতো চুক্তি থেকে বের হয়ে আসার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হামাসের প্রস্তাবে গাজার ওপর থেকে ইসরায়েলের অবৈধ ও শ্বাসরোধী অবরোধ তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ব্লিঙ্কেন বলেছেন, বাইডেনের প্রস্তাবে 'অসংখ্য পরিবর্তন' আনার কথা বলেছে হামাস।

কিন্তু হামাসের এই প্রচেষ্টা চালানোর কারণ হলো, তারা চেয়েছে বাইডেনের প্রস্তাবটি যেন তাদের প্রস্তাবের কাছাকাছি হয়। কারণ, হামাসের প্রস্তাবটিই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে। কেননা, হামাসের দিক থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। গত ৩০ মে ফিলাডেলফিয়া করিডর ইসরায়েলি সেনারা দখলে নেওয়ার কারণে এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু ব্লিঙ্কেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় নিজের সুবিধামতো বাদ দিয়েই হামাসকে দোষারোপ করেছেন। তৃতীয়ত, ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'গোটা বিশ্বই' বাইডেনের প্রস্তাব সমর্থন করেছে; একমাত্র হামাসই প্রস্তাবটি মেনে না-ও নিতে পারে। কিন্তু এটা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, কয়েক মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাধা তৈরি করেছে। এর সব কটিতেই হামাস ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। চতুর্থত, ব্লিঙ্কেন দাবি করেছেন, হামাস প্রস্তাবটি পাওয়ার পরও সিদ্ধান্ত জানাতে ১৪ দিন ঝুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্যও সত্য নয়। বাইডেন চুক্তির প্রস্তাবটি ৩১ মে ঘোষণা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু লিখিত বিস্তারিত খসড়াটি ৬ জুনের আগে হামাসের কাছে আসেনি। হামাসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে ১২ জুন। এর মানে পাঁচ দিন পর হামাস বাইডেনের চুক্তির খসড়ার ওপর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ফলে ব্লিঙ্কেনের ১২ দিনের অভিযোগটি বিভ্রান্তিকর। যাহোক, ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগের জন্য হামাসকে দোষারোপ করা গাজায় গণহত্যার দোষারোপ থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার আরেকটি মার্কিন প্রচেষ্টা। এ প্রেক্ষাপটে বাইডেন যে মিথ্যা বলবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া; ইংরেজি থেকে অনূদিত

জাতিসংঘের সমীক্ষা

বিশ্বের প্রতি পাঁচজনে চারজন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আরও বেশি পদক্ষেপ চান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন মানুষ চান তাঁদের দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আরও বেশি পদক্ষেপ নিক। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও জিওপোলের এক জরিপ প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে। আজ বৃহস্পতিবার ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

জরিপে বিশ্বের ৭৭টি দেশের ৭৫ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। দৈবচয়ন ভিত্তিতে ফোন করে ১৫টি প্রশ্ন করা হয়েছিল জরিপে অংশগ্রহণকারীদের। যে ৭৭টি দেশের মানুষের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে, সেসব দেশে বিশ্বের প্রায় ৮৭ শতাংশ মানুষের বসবাস।

জরিপে মূল যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো, উত্তরদাতাদের ৮০ শতাংশ মানুষ চান, তাঁদের সরকারগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবিলায় আরও বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। তবে দরিদ্র দেশগুলো থেকে জরিপে অংশ নেওয়া মানুষের মধ্যে এই ধরনের চাওয়া ৮৯ শতাংশের। আর জি-২০ জোটভুক্ত দেশগুলোয় তা ৭৬ শতাংশ।

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী বিশ্বের শীর্ষ দুই দেশ চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষও জলবায়ু মোকাবিলায় নিজ নিজ সরকারের আরও বেশি পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। দেশ দুটির উত্তরদাতাদের যথাক্রমে ৭৩ ও ৬৬ শতাংশ মানুষ এই ধরনের পদক্ষেপ চান।

ইউএনডিপির বিশ্ব জলবায়ুবিষয়ক পরিচালক ক্যাসি ফ্লিন বলেন, প্যারিস চুক্তির আলোকে বিশ্বনেতারা (জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায়) পরবর্তী ধাপের পদক্ষেপের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। এ অবস্থায় বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ যে (জলবায়ু নিয়ে) আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ চান, এই জরিপ তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৭টির মধ্যে ৬২টি দেশের মানুষ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দ্রুত পরিবেশবান্ধব জ্বালানিতে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। এসব দেশের মধ্যে চীনের ৮০ শতাংশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪ শতাংশ মানুষ এমন পদক্ষেপের পক্ষে মত দেন। এমন মত দিয়েছেন রাশিয়ার মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ।

জরিপে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগও আগের চেয়ে বেড়েছে।

উত্তরদাতাদের ৫৬ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একবার চিন্তা করেন।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অর্ধেকের বেশি (৫৩ শতাংশ) মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আগের বছরের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন। ১৫ শতাংশ আগের বছরের চেয়ে কম উদ্বিগ্ন বলে জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশ ফিজিতে। এক বছর আগের তুলনায় দেশটির ৮০ শতাংশ মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। আফগানিস্তান ও তুরস্কে এই ধরনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন যথাক্রমে ৭৮ ও ৭৭ শতাংশ মানুষ।

জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্বেগ আগের বছরের তুলনায় সবচেয়ে কম বেড়েছে সৌদি আরবের মানুষের। দেশটির উত্তরদাতাদের ২৫ শতাংশ এই ধরনের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। এরপরই রয়েছে রাশিয়া (৩৪%), চেক প্রজাতন্ত্র (৩৬%) ও চীন (২৯%)।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাব ফেলছে। তাঁরা কোথায় কাজ করবেন বা কোথায় থাকবেন কিংবা কী কিনবেন, এমন সব সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত উদ্বেগ মানুষের ভোট দেওয়া কিংবা পণ্য কেনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে–এমন মনে করার কারণ নেই বলে মন্তব্য করেন ইউএনডিপির প্রধান আচিম স্টেইনার। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ধারণা হলো, 'আমি বেশি করছি। কিন্তু অন্যরা এতটা করছে না। সুতরাং আমি কিছুই করব না।' তিনি একে মানুষের 'উপলব্ধিগত ব্যবধান' বলে মন্তব্য করেন।

পশ্চিমের অভিজাতরা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন ভয় পাচ্ছে

জোসেফ মাসাদ

১৯৮০ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে একাডেমিক পড়াশোনা ও মূলধারার সংবাদমাধ্যমের মধ্যে ব্যবধান শুরু হয়েছিল। সেই ব্যবধান তখন থেকে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবধান এখন সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। অবশ্য যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সেও এ ব্যবধান বেশ স্পষ্ট। ১৯৫০-এর দশকের শুরু থেকে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে পশ্চিমে একাডেমিক জ্ঞানচর্চা ও সংবাদমাধ্যম মূলত ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনে এক হয়েছিল। উপনিবেশের শিকার ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অপরাধ সে সময় প্রায়ই তারা চেপে রাখত; এমনকি সেই অপরাধকে তারা ন্যায্যতা পর্যন্ত দিচ্ছিল।

সাংবাদিক ডেভিড হার্স্টের ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত 'দ্য গান অ্যান্ড অলিভ ব্রাঞ্চ'-এর মতো কিছু ব্যতিক্রম প্রকাশনা অবশ্যই ছিল। বইটি ফিলিস্তিনি সংগ্রাম ও ইহুদিবাদী বসতি স্থাপনকারী–উপনিবেশের আগেকার স্বল্প পরিচিত ইতিহাসকে একটি বড়সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। তবে মোটাদাগে, ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ইসরায়েল-ফিলিস্তিন নিয়ে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক সৃষ্টিকর্ম দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালে এডওয়ার্ড সাঈদের 'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন' এবং ১৯৮৩ সালে নোয়াম চমস্কির 'দ্য ফেটফুল ট্রায়াঙ্গল' ছিল ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের নতুন একাডেমিক স্কলারশিপের প্রাথমিক ডোজ, যা এই দুই লেখকের খ্যাতির কারণে অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছেছিল। অবশ্য সাঈদ বা চমস্কির–কেউই মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তাঁরা দুজনই তুলনামূলক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছিলেন। তার পর থেকেই ইসরায়েলপন্থী অবস্থান থেকে একাডেমিক জ্ঞানচর্চা সমালোচনামূলক দিকে মোড় নেয়। এই মোড় নেওয়াটা ফিলিস্তিন ইস্যুতে একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের পাঠ এবং সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যের মধ্যে একটি গভীর ফাটল তৈরি করেছে। ১৯৮০-এর দশকের আগে পশ্চিমে থাকা ফিলিস্তিনি পণ্ডিতদের বিকল্প ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা ছিল অতি সীমিত। কারণ, ১৯৬৭ সালে আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলের জয়ের পর ইসরায়েলপন্থী উচ্ছ্বাস ডান-বাম সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসবিদ আবদুল লতিফ তিবাওবির সবচেয়ে মূল্যবান বইগুলোর কথা বলা যেতে পারে। ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিক পর্যন্ত বইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়ে সামি হাদাবি ও ফয়েজ সায়েগের গবেষণাগ্রন্থগুলোও এসেছিল। অন্যান্য ভালো প্রকাশনার মধ্যে আছে ওয়ালিদ খালিদি সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রভিত্তিক বই 'ফ্রম হেভেন টু কনকোয়েস্ট' এবং ইব্রাহিম আবু-লুঘোদের সম্পাদিত 'দ্য ট্রান্সফরমেশন অব প্যালেস্টাইন'। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত দুটি বই-ই পশ্চিমে বসবাসরত আরব ও ফিলিস্তিনি পাঠকদের ছোট বলয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত সাবরি জিরিসের বই 'দ্য আরবস ইন ইসরায়েল'-এর ভাগ্যেও তা-ই ঘটেছিল। ফিলিস্তিনে ইহুদি বর্ণবাদের শিকার হওয়া আরবদের নিয়ে লেখা বইটি পশ্চিমে তেমন আলোড়ন তুলতে পারেনি। কারণ, পশ্চিমা ইতিহাসবেত্তারা 'নতুন ইতিহাস' দিয়ে একাডেমিক শিক্ষার বলয় ও সংবাদমাধ্যমগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

কিন্তু নতুন সহস্রাব্দে এসে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। এই ধারার একটি বড় অগ্রগতি আমরা সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ করছি। বিশেষ করে ৭ অক্টোবর থেকে শাসক রাজনৈতিক শ্রেণি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে মূলধারার মনোভাবের পরিবর্তনকে আমলে নিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে টেকসই ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রমাণ করেছে, ভিন্নমত হটিয়ে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকদের বাধ্য করার বিষয়ে কয়েক দশক ধরে তারা যে চেষ্টা চালিয়েছিল, তা কাজে দেয়নি। গণহত্যাকে সমর্থন করা অবস্থা বজায় রাখার জন্য করপোরেট বিশ্ব ও পুলিশি রাষ্ট্রের মদদ প্রয়োজন হয় এবং সরকারি দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়াতে হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান আন্দোলনকে দমনের জন্য প্রতিটি দমনমূলক হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। মার্কিন রাজনীতিবিদেরা এসব আন্দোলনকে 'অ্যান্টিসেমিটিক' তৎপরতা হিসেবে উল্লেখ করে তা বন্ধে কংগ্রেসে শুনানি করতে বাধ্য করেছেন। ব্যবসায়ী নেতারা 'আপত্তিকর তৎপরতা' চালানো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিকভাবে শাস্তি দেওয়ার এবং তাদের স্নাতকদের চাকরি না দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপগুলো বিপদের স্তর বাড়িয়ে দেয় এবং এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একাডেমিক জ্ঞানের উৎপাদনকে (এবং চর্চা) আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী করেন। এর ফল হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজেদের শিক্ষার্থীদের দমন করার জন্য ক্যাম্পাসে পুলিশ ডেকে এনেছে এবং তাদের অনুষদগুলোকে 'চিন্তার অপরাধের' জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে (যেমন এই লেখককে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে)। এটি ইসরায়েলপন্থী নীতি এবং মিডিয়া কাভারেজের দুর্বলতাকেই উন্মোচন করে। ইসরায়েল যতই বর্বর আচরণ করুক না কেন, পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম তাদের সমর্থন দিয়ে গেছে। ইসরায়েলের সমালোচনার জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরাই লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে না। ১৯৪৮ সাল থেকে ইসরায়েল একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে তৎপরতা চালাচ্ছে–এমনটা দাবি করে ইসরায়েলের অব্যাহত যুদ্ধাপরাধের নথিপত্র প্রকাশ করা মানবাধিকার সংস্থাগুলোকেও একইভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। সর্বশেষ হুমকি দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে লক্ষ্য করে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার রায়ের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের বিরুদ্ধেও পরবর্তী ব্যবস্থা আসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, উদারপন্থী পশ্চিমের কোনো প্রতিষ্ঠানই এই দমনমূলক ও শাস্তিমূলক প্রচারণা থেকে নিরাপদ নয়। বিশেষ করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চা ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের বিষয়ে পশ্চিমের সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে একমত হতে পারেনি, তাদের নিশানা করা হচ্ছেই। এখন দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাবানেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের জ্ঞানচর্চার ভিত্তি হিসেবে সরকারি রাষ্ট্রীয় প্রচারকে সমর্থন করতে হবে; মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও করপোরেট শক্তির স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলে–এমন কোনো স্কলারশিপ বা বৃত্তি আর দেওয়া যাবে না। এর অন্যথা হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কড়া সাজা দেওয়া হবে। তাদের তহবিল শূন্য করা হবে এবং তাদের সুনাম নষ্ট করে ফেলা হবে।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

রেল দুর্ঘটনায় কেন্দ্রকে দুষে সিপিআইএমের প্রতিবাদ মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রেল দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করে সিপিআইএম রাজনগর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাজনগর বাজার এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা আয়োজিত হয়।উল্লেখ্য সদ্য দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়ায় যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্রের রেল মন্ত্রককে দায়ী করে এদিনের প্রতিবাদ মিছিল বলে সংগঠন সূত্রে জানা যায়।মিছিল শেষে যাত্রীবাজার মোড়ে একটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়। পথসভা থেকে সিপিআইএম নেতৃত্ব অভিযোগ তোলে যে,কেন্দ্রের রেল মন্ত্রকের চরম গাফিলতির ফলেই এই ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি নীট এবং নেট পরীক্ষার কেলেঙ্কারিরও প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়ে ওঠেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। প্রতিবাদ মিছিল ও পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য শীতল বাউরী, জেলা কমিটির সদস্য শুকদেব বাগদী, সিপিআইএম রাজনগর এরিয়া কমিটির সম্পাদক উত্তম মিস্ত্রি ছাড়াও কালো কোড়া, শিবদাস লোহার, তরুণ মালি প্রমুখ নেতৃত্ব।

ফের দুপুরেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হতে চলেছে পঠন-পাঠন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সকালের পরিবর্তে ফের দুপুরেই প্রাথমিক স্কুল।জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ফলে সকালের পরিবর্তে পুনরায় দুপুরে প্রাথমিক স্কুল শুরু করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। ইতিমধ্যে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে এই নির্দেশিকা সমস্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় শুক্রবার থেকে সকালের পরিবর্তে পুনরায় আগের সময়ে ক্লাস করানোর কথা বলা রয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার ফলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্লাস নেওয়ার সময় বদলের পরামর্শ দিয়েছিল বিকাশ ভবন। এই মর্মে ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন-এর তরফে একটি বিশেষ 'অ্যাডভাইসরি' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই মতো জেলা প্রাথমিক শিক্ষার সংসদের চেয়ারম্যানের দপ্তরের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। গত ১২ জুন এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল।

সেই মতো ১৪ জুন থেকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সকালে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল। পড়ুয়াদের গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে স্কুলের সময় এগিয়ে আনা হয়েছিল। তবে কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আবহাওয়া পরিবর্তন হওয়ায় পুনরায় দুপুরে স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তরফে।

অন্যদিকে, মাঝিয়ান আঞ্চলিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের মিটিওরলজিক্যাল অবজার্ভার সুমন সূত্রধর জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।' ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে গত কয়েক দিন ধরে হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ফলে দিন কয়েক আগের ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নিম্নমুখী হচ্ছে।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, "বৃষ্টি হবার ফলে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে পুনরায় আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির জন্য 'ডে শিফটে' পঠন-পাঠন শুরু করবার নির্দেশিকা জারি করেছি।"

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, "শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের কাছে তীব্র গরমের কারণে সকালে বিদ্যালয় শুরু করবার বিষয়ে নির্দেশিকা এসেছিল। সেইমতো আমরা দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। এখন আবহাওয়া ভালো হয়ে যাবার ফলে পুনরায় নরমাল সময়ে বিদ্যালয় শুরু করার বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।"

ইন্টারন্যাশানাল এয়ার স্পেস প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেন বাঁকুড়ার যুবক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইন্টারন্যাশানাল এয়ার এণ্ড স্পেস প্রোগ্রাম-২০২৪ এ অংশগ্রহণের সুযোগ পেল বাঁকুড়ার ছাতনার কমলপুর গ্রামের অয়ন দেঘরিয়া। আগামী ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা ইউনিভার্সিটি-র ইউনাইটেড স্পেস রকেট সেন্টারে এই বিশেষ কর্মশালায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে এমডিভি ডিএভি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র অয়নের। অয়নের পরিবার সূত্রে খবর, ছোটো থেকে সে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী। এর আগে একাধিক প্রকল্প তৈরী করেছে সে। এবার হাতের কাছে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ।

জানা গেছে, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা আলবামা ইউনিভার্সিটি-র ইউনাইটেড স্পেস রকেট সেন্টারে ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন, তার মধ্যে রয়েছে ভারতের অয়নও। ওই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত প্রজেক্টে পাড়ি দেবে ইন্টারন্যাশানাল স্পেস স্টেশনে।

কিন্তু এতো সবের পরেও চিন্তার শেষ নেই কমলপুরের দেঘরিয়া পরিবারে। ওই কর্মসূচীতে অংশ নিতে পাড়ি দিতে হবে আমেরিকা। হাতে আর মাত্র ক'টা মাস। অয়নের বাবা একটি বেসরকারী সংস্থার কর্মী। যাতায়াত সহ আনুসঙ্গিক খরচ তাঁর পক্ষে জোটানো অসম্ভব। এই অবস্থায় কেউ বা কারা আর্থিক সহযোগীতা নিয়ে পাশে দাঁড়ালে অয়নের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয় বলেই তারা জানিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: এলাকার দখলদারীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের পাঁড়ুই থানার সাত্তোর পঞ্চায়েতের বিষ্ণুখন্ডা গ্রামে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। যার জেরে দুই পক্ষের ১০-১২ জন জখম। তাদের ইতিমধ্যেই চিকিৎসার জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা ছিল। তারপরই এদিন হঠাৎ করেই দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ এলাকায় বোমাবাজি করা হয়। এছাড়াও লাঠি লোহার রড বাঁশ নিয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ করে। সেই ঘটনায় জখম হয়েছেন দুই পক্ষের অনেকেই। অন্যদিকে গ্রামে অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পাঁড়ুই থানার পুলিশ। গ্রামে চলছে পুলিশের টহলদারি।

দল বিরোধী কাজ বরদাস্ত নয়: শতাব্দী

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: দল এবার নতুন ধাচে চলছে। তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন ভাবে সংগঠনটাকে তৈরি করতে চাইছেন। যারা দলের জন্য কাজ করবে। সেই সঙ্গে ২৪ ঘন্টা দলের জন্য পরিষেবা দেবে। তারাই দলে থাকবে। গত সপ্তাহে সে কথায় বলে গেছেন চতুর্থবারের সাংসদ শতাব্দী রায়। প্রথম দিন খয়রাসলে, দ্বিতীয় দিন দুবরাজপুরে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যারা দলের পাশে নেই এবং মুখোশধারী হিসাবে দলে আছে। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে দিনের বেলায় আছে রাত্রে বেলায় বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তাদের সঙ্গে কিন্তু দল থাকবে না। উল্লেখ্য নলহাটি ২ ব্লকে একই ভাবে তারই প্রভাব শুরু হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের আগে। কোথাও একদল ঈদ মিলনী সভা অনুষ্ঠানে বৈঠক করেছে। কোথাও বাজারের ভিতরে বসে বৈঠক করেছে। কেউ কেউ আবার পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নিজস্ব গোষ্ঠীতে গিয়েছে। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হওয়া নলহাটি ২ নম্বর ব্লকে কার্যত ভাবতে শুরু করেছে কাদের হাতে কার ঘাড়ে কোন কোপ পড়বে। যদিও এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব কাদের দল বিরোধী বলে বলে ভাববে। তবে শতাব্দী রায় যেটা জানিয়েছেন এবাপারে দল পর্যালোচনা করবে। এই হারের কারণ হিসেবে দল নিশ্চয়ই ভাবছে। সেক্ষেত্রে যে দোষী প্রমাণিত হবে তাকে কিন্তু দল বহিষ্কার করবে। বিকাশ রায় চৌধুরী জানিয়েছেন আগে পর্যালোচনা করে কোর কমিটির সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে দল তার চূড়ান্ত ফলাফল জানাবে। ফলে এখন ভোটে কারা দল বিরোধী কাজ করেছে । কারা এই পরিস্থিতিতে নিজেদের পরিবর্তন করতে পারেনি সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলও কিন্তু নিজেদের মতো করে তাদের চিহ্নিত করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে বলে তৃণমূলের দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

চাষের কাজে সৌরশক্তিসম্পন্ন 'স্মার্ট হ্যাট' উদ্ভাবন স্কুল শিক্ষকের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার স্কুল শিক্ষক সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চাষের কাজের সময় আর করবে না গরম, আচমকা কোনও পোকামাকড় এসে গেলেও মিলবে রক্ষা, এমনকি রাতের কাজের সুবিধার্ধে জ্বলবে আলো, শোনা যাবে গান, কথা বলা যাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এক টুপি নিয়ে। চলবে সৌরশক্তিতে। বিশেষ এই জিনিস। তৈরি করেছেন হাঁসখালি থানার বগুলার শুভময় বিশ্বাস পেশায় স্কুল শিক্ষক। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর আগেও বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে তাক লাগিয়েছেন শুভময়। এবার তিনি তৈরি করে ফেলেছেন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্মার্ট হ্যাট। শুভময় বলেন, এই টুপিতে রয়েছে একাবের পাঁচ আধুনিক ফিচার্স। প্রখর রোদের হাত থেকে রেহাই পেতে লাগানো হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কুলিং পাখা। রাতের অন্ধকারে কাজের জন্য লাগানো রয়েছে উজ্জ্বল আলো। বিনোদনের কথা মাথায় রেখে ব্যবহার করা হয়েছে গান শোনার জন্য মাইক্রোচিপ। একইসঙ্গে এক মিটারের মধ্যে যদি কোন পোকামাকড় চলে আসে তাহলেও মিলবে রেহাই। টুপিতে বের হওয়া আল্ট্রাসনিক তরঙ্গের কারণে তারা কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এই স্মার্ট টুপিতে রয়েছে রেডিয়ো ওয়েব ফ্রিকোয়েন্সি। তার মাধ্যমে দুই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে থাকলেও বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যাবে।নতুন প্রযুক্তিতে বলীয়ান টুপি তৈরি করতে তাঁর একমাসের কাছাকাছি সময় লেগেছে।তবে এখনই বাজারে মিলবে না।তৈরি হয়েছে পরীক্ষামূলকভাবে।ভবিষ্যতে কীভাবে তা সুলভ মূল্য কৃষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন ঐ শিক্ষক।

স্থানীয় জোড়ে চেক ড্যামের কাজ করার সময় ধসে চাপা পড়ে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্থানীয় জোড়ে চেক ড্যাম তৈরীর সময় মাটির ধস ছেড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ধস চাপা পড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন আরো দুজন শ্রমিক। আজ দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃত মহিলা শ্রমিকের নাম নিয়তি মান্ডি। মৃত ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবীতে দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায় স্থানীয় একটি জোড়ের (ছোট নদী) উপর চেক ড্যাম তৈরীর উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। এক ঠিকাদার কাজের বরাত পায়। নদী সংলগ্ন পাড়ের মাটি কেটে চেক ড্যাম তৈরীর কাজ শুরু করে বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা। আজ সকালে স্থানীয় শ্রমিকরা যখন মাটি কাটছিলেন সেই সময় আচমকাই পাড়ের মাটি ধসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। মাটিতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিয়তি মান্ডীর। মৃত শ্রমিকের বাড়ি স্থানীয় যাদুরবনকাটা গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন স্থানীয় কবিতা মুর্মু ও দিপালী সোরেন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ধসের মাটি সরিয়ে আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ওই দুই আহতকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবীতে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলে আটকে রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিপূরণের আস্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। পরে খাতড়া থানার পুলিশ ধসের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

'এ এক অনন্য প্লাবন' শীর্ষক অনুষ্ঠান করল আইওয়াইএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: যুব সমাজের অপসংস্কৃতির নিধন ও সুসংস্কৃতির চর্চায় এগিয়ে আসা উচিত। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামিক ইয়ুথ ফেডারেশন-এর উত্তর মুর্শিদাবাদ ডিভিশন সংগঠনের শিশু শাখা 'কারওয়ানে উকাব' বিভাগ মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে বুধবার 'এ এক অনন্য প্লাবন' শিরোনামে একটি "জেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান" এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় আব্দুল্লাহ মিসবাহি সাহেবের কুরআন তিলাওয়াত ও তর্জমার মধ্য দিয়ে। এরপরে একে একে কিরাত, ইসলামিক সংগীত, ক্যালিওগ্রাফি, শব্দের লড়াই ইত্যাদি প্রতিযোগিতাগুলো আয়োজিত হয়। এছাড়াও নাটক, নাটিকা, মূকাভিনয়, এ্যাকশন সং প্রোগ্রামটিকে এক অন্য মাত্রা দান করে। প্রোগ্রামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে আই.ওয়াই. এফ-এর উত্তর মুর্শিদাবাদ ডিভিশনের সভাপতি মসিউর রহমান সাহেব বলেন- "একটি দেশের ভবিষ্যৎ হলো সে দেশের তরুণ সমাজ। আমাদের সমাজের তরুণ-তরুণীদের উপর অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক। তারা সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির চর্চায় মেতে উঠেছে। এই বিপথগামী তরুণ সমাজকে অপসংস্কৃতির ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষা করা এবং সুসংস্কৃতি তথা ইসলামিক সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন।" উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারি আলমগীর হোসেন, রাজ্য সভাপতি মোহাঃ জইদুর রহমান, রাজ্য সেক্রেটারি সাহারিয়াউল হক, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি জনাব বাহারুল ইসলাম, প্রাক্তন রাজ্য সেক্রেটারি জনাব আব্দুর রাকিব সাহেবসহ অত্র জেলার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিসহ বিভাগীয় দায়িত্বশীলগন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০০ জন দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

লাভপুরের লাঘষা আদর্শ ক্লাবের স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লাভপুর

আপনজন: রক্তের অভাবে জেলার ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের ঘাটতি দেখা যায়।সেই প্রেক্ষিতে তথা গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে বুধবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি এবং বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে লাভপুর ব্লকের লাঘষা আদর্শ ক্লাবের উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়। এদিন শিবির হতে বোলপুর ব্লাড সেন্টার ৫৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির সহ-সভাপতি নূরুল হক সহ বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনেরএর সদস্য বৃন্দ।লাঘাসা আদর্শ ক্লাবের সভাপতি শেখ হাসিবুল বলেন , বিশ্ব রক্তদাতা দিবস ও ঈদ উপলক্ষে আমাদের এই শিবিরের আয়োজন।

এই শিবিরে বিশেষ ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর শান্তিনিকেতন।

রানীতলায় রক্তদান শিবির ও সংবর্ধনা সভা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সদ্য শেষ হয়েছে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনের আগে রক্ত ঝরানোর বদলে নির্বাচনের পর রক্তদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো ভগবানগোলা দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার রানিতলায় রক্তদান শিবিরে প্রায় শতাধিক মানুষ রক্তদান করেন। যার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ছিল মহিলা রক্তদাতা। তীব্র গরমে রক্তদানকারী সকল রক্তদাতার হাতে একটি করে ছাতা এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ভগবানগোলা দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় নবনির্বাচিত সাংসদ আবু তাহের খান এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি অপূর্ব সরকারকে। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রউফ, প্রাক্তন বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থার ডিরেক্টর চাঁদ মহম্মদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিরা বিবি, ব্লকের তিন জন জেলা পরিষদ সদস্য-সদস্যা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বরা।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012

আব্দুল ফারাদ 7003187312

সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

ইউরো ২০২৪: শেষ মুহূর্তের গোলে আশা বাঁচিয়ে রাখল সার্বিয়া

আপনজন ডেস্ক: স্লোভেনিয়া ১ : ১ সার্বিয়া

প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে এমনিতেই খাদের কিনারে চলে গিয়েছিল সার্বিয়া। মিউনিখে আজ খাদের সেই কিনার থেকে নিজেদের কিছুটা ওপরে তুলে এনেছে তারা। স্লোভেনিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে দ্রাগান স্তয়কোভিচের দল। এই জয়ে বেঁচে রইল তাদের শেষ ষোলোতে যাওয়ার আশা।

প্রথমার্ধে খুব একটা ভালো না খেললেও নিজেদের জালটা অক্ষত রাখতে পেরেছিল সার্বিয়া। তবে ৬৯ মিনিটে গোল খেয়ে হারের শঙ্কা জাগিয়ে তোলে তারা। সেই শঙ্কা দূর হয় যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে।

৬৯ মিনিটে স্লোভেনিয়াকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন জান কারনিচনিক। নিজেদের অর্ধে বল পেয়ে স্প্রিন্টারের গতিতে এগিয়ে যান স্লোভেনিয়ার ডিফেন্ডার। অনেকটা দূর গিয়ে কারনিচনিক বল দেন তিমি এলসনিককে। পাসটি দিয়ে সামনে এগিয়ে যান। সেখানে তাঁকে ফিরতি পাস দেন এলনিক, সেই পাস থেকে বল ঠান্ডা মাথায় জালে জড়ান কারনিচনিক। স্লোভেনিয়া অবশ্য এগিয়ে যেতে পারত প্রথমার্ধেই। পুরো প্রথমার্ধেই দুর্দান্ত খেলা স্লোভেনিয়া সেই সুযোগ পেয়েছিল ৩৮ মিনিটে। কিন্তু বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া এলসনিকের তীব্র গতির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। গোল করতে না পারলেও সার্বিয়ার দুই বিপজ্জনক ফরোয়ার্ড মিত্রোভিচ-ভ্লাহোভিচকে আটকে রাখতে পারে সার্বিয়ার রক্ষণ।

দ্বিতীয়ার্ধেও নিজেদের রক্ষণটা ভালোভাবে রক্ষা করেই যাচ্ছিল সার্বিয়ানরা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা পারেনি তারা। শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগ মুহূর্তে কর্নার পেয়ে যায় সার্বিয়া। ইলিচের করা কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডে ইয়ান ওবলাককে ফাঁকি দিয়ে দলকে ড্র এনে দেন জোভিচ। খুব কাছে গিয়েও ইউরোতে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম জয়টি পেল না স্লোভেনিয়া। এই ড্রয়ের পর ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে 'সি' গ্রুপের চার নম্বরে আছে সার্বিয়া। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে গেছে স্লোভেনিয়া। ১ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ডেনমার্ক। নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ড আছে গ্রুপের শীর্ষে।

ইউরো ২০২৪: সবার আগে শেষ ষোলোয় স্বাগতিক জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: ইউরোয় উড়ছে স্বাগতিক জার্মানি। প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়া জার্মানি এবার হারিয়েছে হাঙ্গেরিকে। গ্রুপ 'এ'র ম্যাচে জার্মানির জয় ২-০ গোলে। এ জয়ে ৬ পয়েন্ট এবং ৬ গোলে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে সবার আগে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল জার্মানরা। স্টুটগার্টে প্রথম ম্যাচের মতো একপাক্ষিক না হলেও, ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল জার্মানিরই। শুরু থেকেই বলের দখল রেখে হাঙ্গেরিকে চাপে রাখার চেষ্টা করে স্বাগতিকরা। স্কটল্যান্ডের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও দারুণ আলো ছড়িয়েছেন ২১ বছর বয়সী জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালা। ম্যাচের প্রথম গোলটিও এসেছে এই বায়ার্ন মিউনিখ তারকার কাছ থেকে। জার্মানির হয়ে অন্য গোলটি করেন অধিনায়ক ইলকাই গুন্দোয়ান। হাঙ্গেরি অবশ্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে ম্যাচে ফেরার। কিন্তু ফিনিশিং ব্যর্থতা ও রক্ষণের ভুলের মূল্য দিতে হয়েছে তাদের। চেনা আবহে ম্যাচের ২০ সেকেন্ড না পেরোতেই প্রথম গোল হজম করে বসতে পারত জার্মানি। ম্যানুয়াল নয়্যারের দৃঢ়তায় অল্পের জন্য সে যাত্রায় বেঁচে যায় স্বাগতিকরা। এরপরই অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জার্মানি। মাঝমাঠ নিজেদের দখলে রেখে আক্রমণে গিয়ে সুযোগ তৈরির চেষ্টা করে জার্মানরা। ৬ মিনিটের মাথায় অবশ্য আবারও দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করে হাঙ্গেরি। তবে গোল পাওয়া হয়নি এবারও। ১১ মিনিটের মাথায় জার্মানিকে এগিয়ে দেওয়ার দরুণ একটি সুযোগ আসে কাই হাভার্টজের সামনে। তবে গোলরক্ষককে একা পেয়েও শেষ পর্যন্ত গোল আদায় করতে পারেননি আর্সেনাল তারকা। একটু পর বায়ার লেভারকুসেন তারকা রবার্ট এনড্রিচের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় হাঙ্গেরির রক্ষণ দৃঢ়তায়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এ সময় জার্মানির কাছে থাকলেও, প্রতি-আক্রমণে ভীতি সৃষ্টি করছিল হাঙ্গেরিও। তবে ২২ মিনিটের মাথায় নিজেদের ভুলে গোল হজম করে বসে হাঙ্গেরি। স্কটল্যান্ডের ম্যাচের পর এ ম্যাচেও জার্মানদের হয়ে গোল পেয়েছেন জামাল মুসিয়ালা। এ গোলে আক্রমণের শুরুটাও করেছিলেন মুসিয়ালাই। একটু পর অবশ্য অল্পের জন্য সমতা ফেরানো হয়নি হাঙ্গেরির। লিভারপুল মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাইয়ের ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটটি দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক নয়্যার। ২৯ মিনিটে আবারও আক্রমণে যায় হাঙ্গেরি। এবার সোবোসলাইয়ের শট ঠেকান জোনাথন টা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জার্মানির জালে ঠিকই বল জড়ায় হাঙ্গেরি, তবে অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সে গোল। বিরতির পরও খেলার ধারা ছিল একইরকম। জার্মানির নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে হাঙ্গেরির চেষ্টা করছিল প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল আদায়ের। তবে দুই দলই কাছাকাছি গিয়ে বারবার নিরাশ হচ্ছিল। ম্যাচের ৬০ মিনিটে অল্পের জন্য ফের গোলবঞ্চিত হয় হাঙ্গেরি। বাঁচা-মরার এ লড়াইয়ে জার্মানির কাছ থেকে পয়েন্ট কেড়ে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছে হাঙ্গেরি।

বিশ্বকাপের সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে গুড়িয়ে ইংল্যান্ডের শুরু

আপনজন ডেস্ক: গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচ জিতেই সুপার এইটে উঠে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অন্যদিকে ইংল্যান্ডকে অপেক্ষা করতে হয়েছে একেবারে শেষ পর্যন্ত, তাকিয়ে থাকতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার দিকে। সেন্ট লুসিয়ার ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই গুঁড়িয়ে সুপার এইট শুরু করে অন্যদের যেন একটা বার্তাও দিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ফিল সল্টের ৪৭ বলে ৮৭ রানের সঙ্গে জনি বেয়ারস্টোর ২৬ বলে ৪৮ রানের ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৮১ রানের লক্ষ্য ইংল্যান্ড পেরিয়ে গেছে ৮ উইকেট ও ১৫ বল বাকি রেখেই।

রান তাড়ায় জস বাটলারের সঙ্গে সল্টের উদ্বোধনী জুটিতে পাওয়ারপ্লেতে ৫৮ রানসহ ওঠে মোট ৬৭ রান। পাওয়ারপ্লেতে মূল হুমকি বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেনকে নিরাপদে পার করেন দুজন। শেষ পর্যন্ত সে জুটি ভাঙে অফ স্পিনার রোস্টন চেজের বলে বাটলার সামনে এসে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লু হলে। ডানহাতিদের বিপক্ষেও অফ স্পিনার চেজ দারুণ করেছেন। তবে উইকেট দরকার ছিল তাদের, সেটির দেখাই খুব একটা পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাঁহাতি স্পিনার গুড়াকেশ মোতি ও মাঠের বাতাসকে সামনে রেখে বাঁহাতি মঈন আলীকে তিনে পাঠায় ইংল্যান্ড। আন্দ্রে রাসেলের শর্ট বলে মিডউইকেটে ধরা পড়া মঈন বেশি দূর এগোতে পারেননি। মাঝে চেজ চাপ তৈরি করলেও এরপর আর উইকেট হারায়নি ইংল্যান্ড। গত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজে টানা দুটি সেঞ্চুরি পাওয়া সল্ট ফিফটি পূর্ণ করেন ৩৮ বলে।

বেয়ারস্টো ছিলেন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক, এমন রানতাড়ায় যেটি প্রত্যাশিতও। ১৫তম ওভারে নিজের শেষটি করতে আসা আকিলের ওপর চড়াও হন তিনি, ওই ওভারে আসে ১৬ রান। সল্ট এরপর সময় নেননি একেবারেই। রোমারিও শেফার্ডের করা ১৬তম ওভারে সল্টের স্কোরিং শটের ক্রম ছিল এমন—চার, ছয়, চার, ছয়, ছয়, চার। ৩০ রানের ওই ওভারটিই বিশ্বকাপে কোনো ক্যারিবীয় বোলারের সবচেয়ে খরুচে ওভার। সল্ট ও বেয়ারস্টোর ৪৪ বলে ৯৭ রানের জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকেই নিশ্চিত করে জয়।

এর আগে টসে জিতে অনুমিতভাবেই ফিল্ডিং নেন জস বাটলার, রোভম্যান পাওয়েলও সেটিই করতেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসের শুরুর চার ব্যাটসম্যানের রানই ছিল ২৩ থেকে ৩৮-এর মধ্যে, যদিও কেউই এর বড় করতে পারেননি ইনিংস। ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং শুরুটা দ্রুতগতির করেন, কিন্তু ১৩ বলে ২৩ রান করে আহত অবসরে যেতে হয় তাঁকে চোট পেয়ে। জনসন চার্লস কিংবা সর্বশেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া নিকোলাস পুরান—দুজনই সময় নিলেও পরে গিয়ে গতি বাড়াতে পারেননি আর। দুজন মিলে ৬৬ বল খেলে করেন ৭৪ রান। পাওয়ারপ্লেতে ৫৪ রান এলেও পরের ৮ ওভারে ৬৩ রানের বেশি আসেনি। উইকেট না মিললেও আদিল রশিদকে নবম ওভারের আগে আনেননি বাটলার। ১৫তম ওভারে লিয়াম লিভিংস্টোনকে তিন ছক্কা মেরে স্বাগতিকদের মোমেন্টাম এনে দিয়েছিলেন অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। কিন্তু পাওয়েলকে থামানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ২০ রানের খরচায় করেন ইংলিশ স্পিনার। পরের ২ ওভারে নিকোলাস পুরান ও আন্দ্রে রাসেলের উইকেট ক্যারিবীয়দের গতি টেনে ধরে আরও। আর্চারের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট চালিয়ে কট বিহাইন্ড পুরান, রশিদের বলে ডিপ মিডউইকেটে ধরা পড়েন রাসেল।

শেষ দিকে ১৫ বলে ২৮ রানের ইনিংস খেলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নিউজিল্যান্ডের হাত থেকে উদ্ধার করা শেরফান রাদারফোর্ড, এরপরও ১৮০ রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা। ১৯তম ওভারে স্যাম কারেন দেন মাত্র ৬ রান। এমন উইকেটে ১৮০ রানের স্কোর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের জন্য যথেষ্ট কি না, ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সে প্রশ্ন ছিল তখন থেকেই। যথেষ্ট যে নয়, সল্টরা প্রমাণ করেছেন সেটিই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসে ডট বল ছিল ৫১টি, ইংল্যান্ড ইনিংসে সেখানে মাত্র ২৯টি। এ ম্যাচে দুদলের পার্থক্যটা ফুটে ওঠে এখানেও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২০ ওভারে ১৮০/৪ (চার্লস ৩৮, পাওয়েল ৩৬, পুরান ৩৬, রাদারফোর্ড ২৮, কিং ২৩; মঈন ১/১৫, লিভিংস্টোন ১/২০, রশিদ ১/২১, আর্চার ১/৩৪)

ইংল্যান্ড: ১৮১/২ (সল্ট ৮৭*, বেয়ারস্টো ৪৮*, বাটলার ২৫, মঈন ১৩; চেজ ১/১৯, রাসেল ১/২১)

ফল: ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ফিল সল্ট (ইংল্যান্ড)

অবশেষে ডি ককের ব্যাটে রান, জয়ে সুপার এইট পর্ব শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম তিন ম্যাচের ভেন্যু ছিল নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যেখানে প্রথম ইনিংসের গড় স্কোর ছিল ১০৩। গ্রুপ পর্বে দলের চতুর্থ ও শেষ ম্যাচের ভেন্যু ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেন্ট ভিনসেন্ট। সে মাঠের উইকেটও ছিল মন্থর আর নিচু বাউন্সের। এমন উইকেটে খেললে প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের যা হওয়ার, ঠিক তা-ই হয়েছে। গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচে তাদের পাওয়ারপ্লে স্কোর ছিল ২৭/২, ১৬/৪, ২৫/৫ ও ৩৮/১।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা এই বিশ্বকাপে প্রথম ভালো ব্যাটিং উইকেটের দেখা পায়। যুক্তরাষ্ট্রও ভুল করে বসে। অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামের ব্যাটিং-স্বর্গে টসে জিতে দলটির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অ্যারন জোন্স প্রোটিয়াদের ব্যাটিংয়ে পাঠায়। আর সে সুযোগ দুই হাতে লুফে নেন ম্যাচ সেরা কুইন্টন ডি কক। তাঁর ৭৪ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে প্রোটিয়ারা শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে ১৯৪ রান করে। ভালো উইকেটের সুবিধা পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রও। রান তাড়ায় তাদের ইনিংস থেমেছে ৬ উইকেটে ১৭৬ রানে। দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ রানের জয়ে দিন ৮০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দ্রিস গুস। রান তাড়ায় উদ্বোধনী জুটিতে দ্রুত ৩৩ রান তুলে ফেললেও একটা পর্যায়ে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ৭৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে যুক্তরাষ্ট্র। সেখান থেকে হারমিত সিংকে (৩৮) নিয়ে ৪৩ বলে ৯১ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়েন গুস। দুজনই প্রোটিয়া রিস্ট স্পিনার তাব্রেইজ শামসির বোলিংয়ে হাত খুলে খেলেছেন। তাঁর ৪ ওভার থেকে নিয়েছেন ৫০ রান। ১৮তম ওভারে দুজন মিলে ২২ রান নিলে শেষ দুই ওভারে সমীকরণটা এসে ঠেকে ২৮ রানে। তবে কাগিসো রাবাদা ও আনরিখ নর্কিয়া মাত্র ৯ রান দিলে ১৭৬ রানে থামে যুক্তরাষ্ট্রের ইনিংস। ৪৭ বলে ৫টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৮০ রানে অপরাজিত ছিলেন গুস। সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন রাবাদা। এর আগে প্রোটিয়া ইনিংসের শুরুতেই ওপেনার রিজা হেনড্রিকসকে ১১ রানে থামান সৌরভ নেত্রবালকার। ইনিংসের তৃতীয় ওভারের সেই উইকেট পতনে অবশ্য রানের গতি কমেনি। এরপর ওভারপ্রতি রানটা ১০-এর নিচে নামতে দেননি ডি কক-মার্করাম জুটি। দ্রুত রান তোলায় এগিয়ে ছিলেন ডি কক, তাঁর অর্ধশতক এসেছে মাত্র ২৬ বলে, ৪টি চার ও ৪টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। ডি ককের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১৫তম অর্ধশতক এটি, গত বছরের মার্চের পর প্রথম। ভয়ংকর হয়ে ওঠা ডি ককে ফেরান হারমিত। ১৩তম ওভারে ৪০ বলে ৭টি চার ও ৫টি ছক্কায় ৭৪ রানে থামে তাঁর ইনিংস, স্ট্রাইক রেট ১৮৫। তাতে ভাঙে মার্করামের সঙ্গে ডি ককের ৬০ বলে ১১০ রানের জুটি। একই ওভারের পরের বলেই ডেভিড মিলারকে নিজের বোলিংয়ে নিজেই ক্যাচ নিয়ে থামান হারমিত। সৌরভ তাঁর দ্বিতীয় স্পেলে এসে আউট করেন মার্করামকেও (৩২ বলে ৪৬ রান)। দ্রুত তিন উইকেট হারালেও হাইনরিখ ক্লাসেন (৩৬) ও ট্রিস্টান স্টাবসের (২০) ৩০ বলে ৫৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি প্রোটিয়াদের দুই শ'র কাছাকাছি নিয়ে যায়। সৌরভ ও হারমিত যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২০ ওভার ১৯৪/৪ (ডি কক ৭৪, মার্করাম ৩৬, ক্লাসেন ৩৬*, স্টাবস ২০*; সৌরভ ২/২১, হারমিত ২/২৪)।

যুক্তরাষ্ট্র: ২০ ওভার ১৭৬/৬ (গুস ৮০*, হারমিত ৩৮, টেলর ২৪; রাবাদা ৩/১৮, মহারাজ ১/২৪)।

ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: কুইন্টন ডি কক।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

অস্ট্রেলিয়া: 'ট্রেবল' জয়ের হাতছানি

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে শীর্ষ চারটি দল কারা হতে পারে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন প্যাট কামিন্স। তাঁর কথায় ঔদ্ধত্য খুঁজবেন, নাকি প্রবল আত্মবিশ্বাস, সেটি আপনার ব্যাপার। তবে দলটি অস্ট্রেলিয়া বলে কামিন্সের কথাকে শুধুই 'বলার জন্য বলা' ভেবে নেওয়াটা একরকম বোকামিই হবে। এই তো গত বছরের শেষ দিকে আহমেদাবাদে 'বড়' বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, একসময় যাদের সেমিফাইনাল খেলাই ছিল প্রবল শঙ্কায়! অবশ্য ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে দলটির দাপট যেমন, ২০ ওভারের সংস্করণে সেটি ঠিক অনূদিত হয়নি সেভাবে। ২০০৭ সালে শুরু ছোট ক্রিকেটের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার শিরোপা-খরা ঘুচেছে এই তো ২০২১ সালে এসে। পরের আসরে আবার দেশের মাটিতে ব্যর্থ সেমিফাইনালে উঠতেই। সে আসরের পর অবসরে চলে যান অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ, এরপর এক বছরের মতো অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি খেলেছে পূর্ণ মেয়াদের কোনো অধিনায়ককে ছাড়াই। শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পড়েছে মিচেল মার্শের কাঁধে, সেটিও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে বিশ্বকাপের দল ঘোষণার সময়। সেই দলে জায়গা হয়নি আলোচিত দুজনের—২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়া স্টিভেন স্মিথ আর আইপিএল মাতানো জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। স্মিথের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা নড়বড়ে ছিল অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই, সর্বশেষ বিশ্বকাপেও বেশির ভাগ সময় পানি টানার কাজ করেছেন। আর ফ্রেজার-ম্যাগার্ক নিজেই বলেছেন, এখনো জাতীয় দলে জায়গাটা 'প্রাপ্য' নয় তাঁর। স্টিভ স্মিথকে বাদ দিলেও অস্ট্রেলিয়া ভরসা রেখেছে অভিজ্ঞদের ওপরই। ডেভিড ওয়ার্নার, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শদের নিয়ে গড়া টপ অর্ডারের পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, টিম ডেভিড, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথু ওয়েড থাকবেন মিডল অর্ডারে। পেস বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভরসা অন্য দুই সংস্করণের মতোই প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ক। স্পিনার অ্যাশটন অ্যাগারকে অস্ট্রেলিয়া নিয়েছে ঠিকই, তবে প্রথম পছন্দ আগের মতোই অ্যাডাম জাম্পা। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে এই লেগ স্পিনার ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। সব মিলিয়ে দলটার ভারসাম্য বেশ ভালোই। অবশ্য অধিনায়ক মার্শের আইপিএল থেকে চোট নিয়ে ফিরে যাওয়া বা সেখানে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা ম্যাক্সওয়েলের ফর্ম একটা দুশ্চিন্তার কারণ তাদের। সেসব বাদ দিলে অস্ট্রেলিয়ার সামনে আছে ইংল্যান্ডের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে একই সঙ্গে দুই সংস্করণের বিশ্বকাপ জেতার হাতছানি। সেটি হলে অবশ্য আরেকটা ইতিহাসও গড়বে তারা, প্রথম দল হিসেবে তিন সংস্করণের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট একসঙ্গে থাকবে তাদের কাছে। সেটি নিশ্চয়ই চাইবেন ডেভিড ওয়ার্নারও। বাকি দুই সংস্করণ থেকে আগেই অবসর নেওয়া ওয়ার্নার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলবেন এই বিশ্বকাপ দিয়েই। ২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে হারা দলটির মধ্যে একমাত্র ওয়ার্নারই আছেন এবার। ওয়ার্নার আর অস্ট্রেলিয়ার চক্রপূরণ—হতেই তো পারে।

স্কোয়াড

মিচেল মার্শ
অধিনায়ক, অলরাউন্ডার
ডেভিড ওয়ার্নার
ব্যাটসম্যান
প্যাট কামিন্স
ফাস্ট বোলার
মিচেল স্টার্ক
বাঁহাতি ফাস্ট বোলার
গ্লেন ম্যাক্সওয়েল
অলরাউন্ডার
জশ হ্যাজলউড
পেসার
ক্যামেরন গ্রিন
অলরাউন্ডার
ট্রাভিস হেড
ব্যাটসম্যান
জশ ইংলিস
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
নাথান এলিস
পেসার
টিম ডেভিড
ব্যাটসম্যান
অ্যাশটন অ্যাগার
বাঁহাতি স্পিনার
মার্কাস স্টয়নিস
অলরাউন্ডার
ম্যাথু ওয়েড
উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান
অ্যাডাম জাম্পা
লেগ স্পিনার

প্রাক্তন ফাস্ট বোলারের রহস্যজনক মৃত্যু

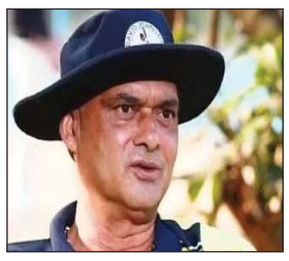

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ২ টেস্টের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। তবে অনেকেই তাঁকে মনে রেখেছেন বোলিং গতির কারণে। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অভিষেকে টেস্টে ঘণ্টায় ১৫৭.৮ কিলোমিটার গতিতে একটি বল করেছিলেন। দ্রুত গতির সেই ডেভিড জনসনের জীবনপ্রদীপও নিভে গেল দ্রুতই।

ভারতের সাবেক ফাস্ট বোলার জনসন আজ বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তবে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, নিজ বাসার পাঁচতলার বারান্দা থেকে পড়ে যান জনসন। স্থানীয় বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু বাঁচানো সম্ভব হয়নি। নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের দাবি, জনসন দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। চিকিৎসা নিতে নিয়মিতই হাসপাতালে যেতে হতো। গত সপ্তাহেও তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হলে তিন দিন আগে বাড়ি ফেরেন। জনসনের স্ত্রী তাঁর দেখভাল করছিলেন। জনসনের সাবেক সতীর্থদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস যোগাযোগ করলে তাঁরা জানান, জনসন আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল ছিলেন না। বন্ধুদের কাছে সাহায্যও চেয়েছিলেন। সবকিছু মিলিয়েই ভেঙে পড়েছিলেন জনসন। এ কারণে পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে। তদন্তও শুরু হয়েছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**